NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ প্রজাতন্ত্র মানে কেউ রাজা নয়, সবাই রাজা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর বিশেষ ৮

কলকাতা ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ ১২ মাঘ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.01.2025, Vol.18, Issue No. 226 8 Pages, Price 3.00

আজ ৭৬ তম গণতন্ত্র দিবস

এই উপলক্ষে একদিন পত্রিকার তরফে সমস্ত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ পত্রিকার মুদ্রণ সংস্করণ বিভাগ বন্ধ থাকবে। সোমবার পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

পদ্ম পুরস্কারের তালিকায় গোকুলচন্দ্র, মমতাশঙ্কর, অরিজিৎ, তেজেন্দ্ররা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: ৭৬ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তালিকায় বাংলার ঢাকি সম্রাট গোকুলচন্দ্র দাসের নাম। এছাড়া পদ্মশ্রী পাচ্ছেন শতায়ু স্বাধীনতা সংগ্রামী লিবিয়া লোবো সারদেসাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পদ্ম সম্মান পেতে চলেছেন মমতা শঙ্কর, তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, স্বামী কার্তিক মহারাজ, সজ্জন ভজাঙ্কা, পবন গোয়েঙ্কা, নাগেন্দ্র নাথ রায়, অরিজিৎ সিং ও বিনায়ক লোহানি। পাশাপাশি দেশের ১৩৯ জন পদ্ম সম্মান পাচ্ছেন। যার মধ্যে পদ্ম বিভূষণ ৭ জন, পদ্মভূষণ ১৯ জন, পদ্মশ্রী ১১৩ জন। মরনোত্তর পদ্ম পুরস্কার পেতে চলেছেন ১৩ জন। সমস্ত পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। স্বাধীনতা সংগ্রামীর পাশাপাশি পদ্মশ্রী সম্মানের তালিকা জায়গা পেয়েছেন, চিকিৎসক, কৃষক, যোগা প্রশিক্ষক, ক্রীড়াবিদ-সহ একাধিক ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ব্যক্তিত্বরা। এছাড়া পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন দিল্লির স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা.নীরজা ভাটলা। পদ্মশ্রী পাচ্ছেন, হরিয়ানার দিব্যাঙ্গ তীরন্দাজ হরবিন্দর সিং। তালিকায় নাম রয়েছে ভোজপুরের সমাজকর্মী ভীম সিং ভাবেশের। এছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতে ব্যবহৃত থাভিল নামে এক বাদ্যযন্ত্র বিশেষজ্ঞ পি দাতচানামূর্তি এবার পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন। পদ্মশ্রী পাচ্ছেন নাগাল্যান্ডের নকলাকের চাষি এল হ্যাঙ্গথিং। এবারের পদ্মশ্রী তালিকায় নাম রয়েছে কুয়েতের বাসিন্দা যোগ প্রশিক্ষক শাইখা এ জে আল সাবা। কুয়েতে প্রথম লাইসেন্স প্রাপ্ত যোগা প্রশিক্ষক তিনি। হিমাচলের হরিমন শর্মা, অরুণাচলের জুমদে ইয়মগাম গামলিন, অসমের জয়নাচরণ পাথারি, উত্তরাখণ্ডের হিউজ গ্যান্টজার, গুজরাতের সুরেশ সোনি-সহ মোট ৩০ জন এবার পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন।

সীমান্তে বাঙ্কার-রহস্য

নদিয়ায় লোহার কুঠুরি থেকে উদ্ধার দেড় কোটির কাশির সিরাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রুখতে সীমান্তে তৎপর বিএসএফ। এরই মাঝে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় মাটির নীচ থেকে মোট চারটি বাঙ্কারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

দুই বিঘা জমি জুড়ে আমবাগান। তার মাঝখানে কয়েকটি ঝুপড়ি বানানো হয়েছে বাগান পাহারা দেওয়ার। সেই জমিতেই মাটির তলায় ছিল মোট চারটি বাঙ্কার। নদিয়ার মাজদিয়া থানা এলাকায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বাঙ্কারগুলি থেকে পাওয়া গেল প্রায় দেড় কোটি টাকার নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। মনে করা হচ্ছে, সেগুলো বাংলাদেশ পাচারের লক্ষ্যে মজুত করা হচ্ছিল বাঙ্কারে।

শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছিল বিএসএফের বাঙ্কার অভিযান। শনিবার বিকেলে অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৬২,২০০টি নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি সূত্র মারফত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কাছে খবর আসে রানাঘাট পুলিশ জেলার মাজদিয়া থানা এলাকার নাগাটা সীমান্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিল মজুত করে রাখা আছে। তার পর কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া সুধারঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের কাছে একটি আমবাগানে যান টঙ্গী বর্ডার আউটপোস্টের কর্মীরা। শুক্রবার পৌনে ৩টে নাগাদ আমবাগান ঘিরে তল্লাশি শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। তল্লাশি অভিযানে যোগ দেয় পুলিশও। আমবাগান পাহারার জন্য তৈরি কুঁড়েঘরের নীচে মাটি খুঁড়ে সন্ধান মেলে একটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ-এর। ঠিক তার পাশেই একটি আমগাছের পাশে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় একটি বাঙ্কার। বিষয়টিকে হালকা ভাবে নেয়নি বিএসএফ এবং পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বন্ব স্কোয়াডে। বাড়ানো হয় এলাকার নিরাপত্তা।

শুক্রবার সন্ধ্যা নামার পর তল্লাশি অভিযান থেমে যায়। শনিবার সকাল থেকে আবার শুরু হয় তল্লাশি। এ বার মাটি কাটার যন্ত্র এনে তল্লাশি

চালানো হয়। সন্ধান মেলে আরও দুটো বাঙ্কারের। সেখান থেকেও পাওয়া যায় নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল। শনিবার দুপুর ১টা পর্যন্ত তল্লাশিতে প্রচুর নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ মনে করছে, সীমান্তের চোরাচালান চক্রের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে জড়িতদের খোঁজ চলছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের ডিআইজি (জনসংযোগ) নীলোৎপল পাণ্ডে বলেন, 'সীমান্ত জুড়ে পাচার চক্রের একটি বড় নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের অন্যতম সাফল্য এটি।'

সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে বাংলাদেশ সীমান্তে 'অপ্স অ্যালার্ট' জারি করেছে বিএসএফ। উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মহড়া চালানো হবে আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। সীমান্তের অরক্ষিত এলাকায় বাড়তি নজরদারি ও সতর্কতার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শুক্রবার পুরনো বাঙ্কার উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যাচ্ছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী গোপন সূত্রের খবর পেয়ে প্রায় দু'বিঘা জমির উপর তৈরি একটি বাগানে তল্লাশি শুরু করে। জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। শুক্রবার প্রথমে একটি বাঙ্কার উদ্ধার হয়। সেই খবর পাওয়ার পর থেকে জমিটির মালিকের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

একটি বাঙ্কার প্রায় ১০ ফুট চওড়া ও ১৫ ফুট লম্বা। উচ্চতাও প্রায় ৮ ফুট। তবে পরের বাঙ্কার দু'টি তুলনায় ছোট। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে থাকা ৩২ ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ড্যান্ট সুজিত কুমার বলেন, 'এখনও পর্যন্ত যা নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ দেখেছি, তা ৫ গাড়ি হবে। তবে আমরা গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছি।' এ নিয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, 'ওই এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাওয়া গিয়েছে কোটি টাকার উপরে। ওই নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ পাচারের উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। বিএসএফ করছে কাজটি। তবে পুলিশও আছে।'

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সীমান্ত এলাকাগুলিতে কড়া প্রহরায় রয়েছে বিএসএফ। তার মধ্যেও পাচারের নানাবিধ ছক কষে চলেছে পাচারকারীরা। শনিবার বাঙ্কার উদ্ধারের জায়গায় ভিড় জমে যায়। যদিও জওয়ানেরা পুরো এলাকাটি ঘিরে রেখেছেন।

জোরদার নিরাপত্তার মোড়কে রেড রোড

নিজস্ব প্রতিবেদন: সীমান্তের ওপাড় থেকে প্রায় প্রতিদিনই উস্কানির অভিযোগ উঠছে। এ পারে ধরা পড়ছে সন্দেহভাজন জঙ্গিরাও। সে কারণে ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে সীমান্তে যেমন সতর্ক বিএসএফ, তেমনই কলকাতার নিরাপত্তাও আঁটোসাঁটো করতে চাইছে লালবাজার।

আজ, সাধারণতন্ত্র দিবস। কুচকাওয়াজে হতে চলেছে রেড রোডে। এদিন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য রেড রোড এবং সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন কলকাতা পুলিশের দু'জন অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁদের সহযোগিতা করবেন আরও চারজন যুগ্ম কমিশনার এবং ২২ জন ডেপুটি কমিশনার। নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হচ্ছে ৪৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিককেও।

লালবাজার সূত্রে খবর, রেড রোডের নিরাপত্তায় থাকবেন ১১৯ জন ইনস্পেক্টর। মোট ২৩০০ পুলিশকর্মীকে ওই এলাকায় মোতায়েন করা হবে। কুচকাওয়াজের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও থাকবেন অন্য ভিভিআইপিরা। তাঁদের নিরাপত্তায় ১১টি ওয়াচ টাওয়ার ছাড়াও থাকবে কুইক রেসপন্স টিম, এইচআরএফএস, আরএফএস এবং পিসিআর ভ্যান প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। রোড রোডের পাশাপাশি আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরির মতো শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতেও পুলিশের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

নোদাখালিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্রে আততায়ীদের হাতে আক্রান্ত হলেন তৃণমূলের এক নেতা। শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবারে গুলিবিদ্ধ হন শাসকদলের এক নেতা। শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের নোদাখালি থানার ডোঙারিয়া মনসাতলা এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতার নাম কৃষ্ণপদ মণ্ডল। তিনি রায়পুর এলাকার তৃণমূলের যুবনেতা। শনিবার বাইকে করে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ্য করে তিন দুষ্কৃতী গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবনেতা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সিএমআরআই-তে চিকিৎসা চলছে তাঁর। বস্তুত, গত কয়েক দিনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গুলি চলার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ। কোথাও গুলিতে জখম হয়েছেন তৃণমূল নেতা। গত ২ জানুয়ারি মালদহের ইংরেজবাজারে তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার গুলিতে খুন হন। ওই ঘটনায় শোরগোল হয় রাজ্য রাজনীতিতে। ওই কাণ্ডের মূল চক্রী হিসাবে উঠে আসে মালদহ শহর তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারির নাম। পুলিশ নরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার পরই তৃণমূল তাঁকে বহিষ্কার করে। তার পরে মালদহেরই কালিয়াচকে শাসকদলের একটি গন্ডগোলে খুন হন তৃণমূলের এক কর্মী। যদিও সেখানে গুলি চলার কথা অস্বীকার করে পুলিশ। তার মধ্যে শনিবার ডায়মন্ড হারবারে গুলি চলল। বার বার শাসকদলের নেতা-কর্মীদের উপর গুলি চলার ঘটনায় শাসকদলের কোন্দল প্রকাশ্যে আসছে। এর আগে অভিষেকও মেনে নিয়েছিলেন যে, দলে গোষ্ঠীকোন্দল আছে এবং দল বড় হলে সেটাই স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করেন। যদিও গন্ডগোল , গুলি, বোমাবাজির মতো ঘটনায় দলের কেউ যুক্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসফাকুল্লার পর স্ক্যানারে কিঞ্জল, তথ্য তলব মেডিক্যাল কাউন্সিলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসফাকুল্লা নাইয়াকে আগেই নোটিস ধরিয়েছিল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। তাঁকে তলব করেছিল পুলিশও। তা নিয়ে শোরগোলের মধ্যে এ বার তাঁরই সতীর্থ কিঞ্জলের সম্পর্কে জানতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে সাত দিনের মধ্যে। এ বিষয়ে কিঞ্জলের বক্তব্য, তিনি কোনও নিয়মবহির্ভূত কাজ করেননি। আরজি কর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই কাউন্সিলের এই পদক্ষেপ। কিঞ্জল দীর্ঘ দিন ধরেই অভিনয় করেন। সম্প্রতি বিজ্ঞাপনেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। হাসপাতালের কাজকর্ম সামলে তিনি কী ভাবে শুটিংয়ের কাজ করেন, সে ব্যাপারেই খোঁজ করেছে কাউন্সিল। কাউন্সিল সূত্রে খবর, বিজ্ঞাপনের শুটিং করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল কি না, অর্থাৎ কিঞ্জলকে 'এনওসি' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল কি না, তা-ই জানতে চাওয়া হয়েছে। কিঞ্জল আরজি কর হাসপাতালের পিজিটি (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি)। নিয়ম হল, পিজিটি-দের হাসপাতালে উপস্থিতির হার ৮০ শতাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিঞ্জলের তা রয়েছে কি না, তা অধ্যক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও জানতে চাওয়া হয়েছে, পিজিটি হিসাবে কিঞ্জল কত ভাতা পান, এখনও পর্যন্ত কতগুলি ছুটি তিনি ব্যবহার করেছেন ইত্যাদি। কমিশনের সূত্রে জানিয়েছে, হাসপাতাল থেকে কিঞ্জল সম্পর্কে যে রিপোর্ট আসবে, তা স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হবে। এ ব্যাপারে কিঞ্জল বলেন, 'আমি কাজের সময়ের পরে কী করব, তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। মেডিক্যাল কাউন্সিলের এই তৎপরতা দেখে আমার ভাল লাগছে। কিন্তু সন্দীপ ঘোষেদের বিরুদ্ধে যখন আমরা অভিযোগ করেছিলাম, তখন তারা নীরব ছিল। যেটা উদ্বেগজনক। আসফাকুল্লা নাইয়ার পর এ বার আমি। প্রতিবাদ করেছিলাম বলেই এই তৎপরতা। আমার পর অন্য কেউ হয়তো।'

নতুন সংগঠন গড়ছে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নতুন সংগঠন তৈরি হচ্ছে। শাসকদল তৃণমূলের সমর্থন নিয়েই রাজ্যের একটি বড় অংশের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে তৈরি হবে এই নতুন সংগঠনটি। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে এই সংগঠনটির সূচনা হতে পারে। নেতৃত্বে থাকতে পারেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। তাঁকে সংগঠনের চেয়ারপার্সন করা হতে পারে বলেই চিকিৎসকমহল সূত্রে খবর।

তাহাউরকে প্রত্যর্পণে অনুমতি আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: ২৬/১১ মুম্বই হামলায় অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৮ সালে মুম্বইয়ে জঙ্গি হামলায় তাঁর যোগ পেয়েছেন ভারতীয় গোয়েন্দারা। এরপর থেকেই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত কানাডার ব্যবসায়ী রানাকে ভারতে নিয়ে আসার চেষ্টায় আরও গতি আনে ভারত। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তাঁকে এ দেশে প্রত্যর্পণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা এবং ভারত। প্রথমে আইনি প্রক্রিয়ার কারণে তা বিলম্বিত হচ্ছিল। প্রথমে নিম্ন আদালতে, তার পরে ওয়াশিংটনের প্রাদেশিক আদালতে প্রত্যর্পণের বিরুদ্ধে আবেদন করেন রানা। কোথাও সুরাহা হয়নি। সান ফ্রান্সিসকোর আপিল আদালতেও প্রত্যর্পণের পক্ষেই রায় গিয়েছে। এ বার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টও রানাকে প্রত্যর্পণের অনুমতি দিল।

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসের আগের সন্ধ্যায় দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তুলে ধরলেন দেশের স্বাধীনতার আড়ালে শহিদদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা। জানালেন কীভাবে ভারতীয় সংবিধান এই দেশের নাগরিকদের একটা পরিবারের মতো বেঁধে রেখেছেন।

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালের সন্ধ্যায় জনগণের উদ্দেশে এক দফা ভাষণ সেরে নিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। একটি নয়, ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে দেশের স্বাধীনতা ও সংবিধান নিয়ে একাধিক বিষয়কে চিহ্নিত করলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, 'দেশের সকল নাগরিকদের প্রজাতন্ত্র দিবসের আগাম অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ৭৫ বছর আগে ঠিক আজকের দিনেই বাস্তবায়িত হয়েছিল ভারতের সংবিধান।' এরপরই, এই দেশের স্বাধীনতার কারীগরদের কথাও মনে করিয়ে দিলেন তিনি। মনে করিয়ে দিলেন, কীভাবে নিজেদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছেন বহু সংগ্রামীরা।

উল্লেখ্য, এই সংগ্রামীদের কথার ফাঁকেই

তিনি মনে করিয়ে দিলেন আদিবাসী সংগ্রামী বীরসা মুণ্ডার কথা। তাঁর কথায়, 'দেশের স্বাধীনতায় তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম।' এদিন, অল্প সময়ের সেই ভাষণে ভারতের সংবিধান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল, যা আমাদের একটা পরিবারের মতো বেঁধে রেখেছে।'

অন্যদিকে, সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবে এক দেশ, এক ভোটের পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনেকটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুরেই রাষ্ট্রপতি বলছেন, 'এক দেশ, এক ভোট চালু হলে প্রশাসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। নীতিপঙ্গুত্ব দূর হবে।'

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশে ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলছেন, 'বড় মানের যে কোনও সংস্কারের জন্যই সাহসী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। এমনই এক সাহসী সিদ্ধান্ত হতে চলেছে সদ্য সংসদে পেশ হওয়া এক দেশ-এক নির্বাচন বিল। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হল সুশাসনের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হবে।' রাষ্ট্রপতির মতে, এক দেশ, এক ভোট নীতি প্রশাসনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, নীতি পঙ্গুত্ব রুখবে, সম্পদের বিভাজন রুখবে, একই সঙ্গে অর্থনীতির উপর চাপও কমাবে।

সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে রাষ্ট্রপতির এভাবে এক দেশ, এক নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সচরাচর সাধারণতন্ত্র দিবসের আগে জাতির উদ্দেশে ভাষণে সরকারের বক্তব্যই পেশ করেন রাষ্ট্রপতি। তাতে সরকারের ভালো কাজের দিক তুলে দেওয়া হয়। যে বিল এখনও পাশ হয়নি, সংসদে যে বিল নিয়ে এখনও পর্যালোচনা চলছে, যে বিল পাশ করানোর জন্য সংবিধানের সংশোধনী প্রয়োজন, সেই ধরনের বিল নিয়ে সওয়াল করাটা বিরল। রাষ্ট্রপতি এক দেশ এক ভোট নিয়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালের ভাষণে সওয়াল করার অর্থ, আগামী দিনে যে কোনও মূল্যে এই বিল পাশ করাতে চাইবে মোদি সরকার।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

পাত্রী চাই

WB পুলিশের SI, ৩১/৫'১০", সুশ্রী, পাত্রী চাই। M: 7001579025

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী চৈতালী অধিকারী, স্বামী- শ্রী জয়দেব অধিকারী, সাং- মুরালীবাড়, থানা ও পোষ্ট- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩ ।
ওনার পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী জয়দেব অধিকারী, পিতা-স্বর্গীয় কেনারাম অধিকারী, সাং- মুরালীবাড়, থানা ও পোষ্ট- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, বাগনান এ. ডি.এস.আর. অফিস থেকে রেজিষ্ট্রিকৃত IV-051300393 নং 26/03/2021 সালে আমমোক্তার দ্বারা বাগনান থানায় ১ নং ব্লকে মহাদেবপুর মৌজায় জে. এল ৭৫ নং, এল আর খতিয়ান 2523 নং আর. এস ও এল. আর 254 নং দাগে 12.38 শতক বা 7.50 কাঠা 2078, 2079 নং দলিল মূলে 06/5/2024 তারিখে ক্রয় করিয়া মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছি।
এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল এণ্ড এল.আর.ও অফিসে প্রমাণাদিসহ আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

পান্নালাল আদক
অ্যাডভোকেট
উলুবেড়িয়া কোর্ট
No. F/278/188/1994

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে ADSR দঃ বারাসাত অফিসে (বুক ১ ভল্যুম ১৬২০ পৃ ১৪৬৭১-৮৪) ৮০৪/২৪ dt ২৮-২-২৪ দলিলে **পরিতোষ নস্করকে** আমমোক্তার নিযুক্ত করেন **বাসন্তী বৈরাগী**। উক্ত দলিল বলে জে এল ৪৯ রায়নগর মৌজায় ২১৮৫ খতিয়ানে ৯৭২ ও ৯৭৩ দাগে বাসন্তী বৈরাগীর নামে রেকর্ডভুক্ত জমির ২.৪২২ ও .৫৭৮ শতক রূপনগর নিবাসী **বাবুরাম নস্কর** পিতা পার্বতী ও রেখা নস্কর স্বামী বাবুরাম কে বিক্রি করেন পরিতোষ নস্কর (ADSR দঃ বারাসাত, দলিল নং ২৪৫৬/২৪ তাং ১৮-৬-২৪)। **বাবুরাম নস্কর ও রেখা নস্করের** নামে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডে (মিঃ কেস নং-MN/2024/1611/18760 ও 18761) কারো আপত্তি থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO জয়নগর ১ অফিসে প্রমাণসহ আবেদন করবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য হবে।

আমার মক্কেল তুহিন দাস, পিতা অশোক দাস মহাশয় গত ইংরাজী ০২/০৫/২০২২ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, বিয়িং নং-৫০৫০ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। শ্রী নিত্যানন্দ মন্ডল, পিতা বিশ্বনাথ মন্ডল, ২। লক্ষন ঘরামী, পিতা কাশীরাম ঘরামী মহাশয়গনদের নিকট হইতে বালী মৌজায় হাল ১৮০৯৪ নম্বর দাগে ও হাল ৫৩৭৯৭ ও ৫৩৭৯৮ খতিয়ানে কমবেশী ৩ কাঠা জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা নিমাই ভট্টাচার্য্য পিতা-মৃত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য, চন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য স্বামী মৃত শংকর ভট্টাচার্য্য, রুদ্র প্রসাদ চ্যাটার্জী পিতা ভবানী প্রসাদ চ্যাটার্জী, তাপস ভট্টাচার্য্য পিতা-মৃত সত্যেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য সাং জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর এর বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০নং নবদ্বীপ মৌজার এল আর- ২১৩২, ২৫৮৫, ৪৮০৮, ১১৮১৪, ১১৯৮৪, ১২১৯৫, ১৩০৬২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৫৭২৬ নং দাগের ৬ শতক জমি স্বত্ত্বের পক্ষে বিগত ইং২০২০ সালের ডি এম আর বালেশ্বর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৩১৩, ইং ২০২৩ সালের ডি এম আর আলিপুর অফিসে ৬১২৮, ইং ২০২২ সালের এ ডি এম আর অফিস এ্যাসুরেন্স২ কলকাতা ৬০৫৭, ইং ২০২২ সালের সাব রেজিস্ট্রি অফিস IX দিল্লী ৫৮৩ ও ইং ২০২৩ সালের এ ডি এম আর খড়কপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৬২৯ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগনা ও বালেশ্বর নিবাসী সাধনা ভট্টাচার্য্য স্বামী দীপঙ্কর চক্রবর্তী দিগর এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-০৮/০৮/২০২৩ তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২৪৭০ নং দলিল দ্বারা সাং-নবদ্বীপ মাথাপুর রোড প্রতাপনগর, জেলা নদীয়া নিবাসী কাকলী দত্ত স্বামী চন্ডী চরণ দত্ত -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমার মক্কেল শ্রী সুরজ রাউথ, পিতা ভোলা রাউথ ও রঞ্জন রাম, পিতা বিনয় রাম মহাশয়গন গত ইংরাজী ০৫/০৪/২০২৪ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, ভ্যলুম নং- ০৫০২-২০২৪, পাতা নং- ১০৮০৪৯-১০৮০৬৬, বিয়িং নং-৩৬৫৯ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী প্রহ্লাদ সাউ, পিতা মৌজি সাউ মহাশয় জদগীশপুর মৌজায় হাল ২৯৭৩ নম্বর দাগে হাল ৪২৫৫ ও ৪২৫৬ নম্বর খতিয়ানে কমবেশী ১৫ কাঠা ৬ ছটাক ১২ স্কোয়ার ফিট জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল প্রীতি মন্ডল, স্বামী দীপক মন্ডল ও দীপক মন্ডল, পিতা জগদীশ মন্ডল গত ইংরাজী ২৬/ ০৪/ ২০০৪ তারিখে হাওড়া এ্যাডি. ডি. সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, বিয়িং নং-২১৮ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী রামচন্দ্র দত্ত, পিতা যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে বালী মৌজায় হাল ১৯৬২২ নম্বর দাগে ও হাল ২৭২৫২ নম্বর খতিয়ানে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমার মক্কেল বেবী অধিকারী, স্বামী অরুন অধিকারী মহাশয়া গত ইংরাজী ১৬/০২/২০১৮ তারিখে হাওড়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-৪, ভ্যলুম নং- ১২, পাতা নং- ২৬২-২৮৫, বিয়িং নং-৫১৩ পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল বলে ১। শ্রী প্রদীপ নাথ, পিতা গনেশ চন্দ্র নাথ, ২। বিশ্বজিৎ ঘোষ দস্তিদার, পিতা পঙ্কজ ঘোষ দস্তিদার মহাশয়গনদের নিকট হইতে বালটিকুরি মৌজায় হাল ১৩৫৫ নম্বর দাগে হাল ১০৭০ নম্বর খতিয়ানে কমবেশী ৪ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে যদি কারোর কোনও আপত্তি থাকে তাহলে তিনি বালী জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ পিতা-পরেশ ঘোষ সাং নিদয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-২৫৪১২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২নং দাগের ২.৯৭ শতক ও এল আর ২৫৪৫৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ২.৯৭ শতক এল আর ২৫৪১০ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ২.৯৭ শতক, এল আর ২৫৪৫৫ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ২.৯৭ শতক এবং এল আর ২৫৪০৯ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ২.৯৭ শতক জমি স্বত্ত্বের পক্ষে বিগত ইং ১২/০৯/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এম আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮০৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং বাবলারী,জেলা-নদীয়া নিবাসী হারাধন ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রাম ঘোষ, বাপী ঘোষ সকলের পিতা মৃত বৈদ্যনাথ ঘোষ ও মঞ্জুরানী ঘোষ স্বামী সুনীল ঘোষএর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৮/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ও -১১৮০/২০২৪ নং দলিল দ্বারা সাং-গৌরনগর,জেলা নদীয়া, নিবাসী গৌতম কুমার সাহা পিতা গৌরহরি সাহা, -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঠুন ঘোষ পিতা-পরেশ ঘোষ সাং নিদয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-২৫৪১২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২নং দাগের ০.৯৯ শতক ও এল আর ২৫৪৫৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ০.৯৯ শতক এল আর ২৫৪১০ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ০.৯৯ শতক, এল আর ২৫৪৫৫ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ০.৯৯ শতক এবং এল আর ২৫৪০৯ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩১২২ দাগের ০.৯৯ শতক জমি স্বত্ত্বের পক্ষে বিগত ইং ১২/০৯/২০২৩ তারিখে নবদ্বীপ এ ডি এম আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৮০৮ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং বাবলারী,জেলা-নদীয়া নিবাসী হারাধন ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রাম ঘোষ, বাপী ঘোষ সকলের পিতা মৃত বৈদ্যনাথ ঘোষ ও মঞ্জুরানী ঘোষ স্বামী সুনীল ঘোষএর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-১৫/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এম আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ও -৩৮৪৭/২০২৩ নং দলিল দ্বারা হাল সাং-গৌরনগর,জেলা নদীয়া, নিবাসী সুবল চন্দ্র কুন্ডু পিতা বীরেন্দ্রনাথ কুন্ডু , -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী মধুমা কুমার** স্বামী প্রয়াত সুনীল কুমার, সাকিম বৈশাখী সরনী, কোদালিয়া (সিটি), ব্যান্ডেল, হুগলী-৭১২১২৩, প.ব.- মহাশয়ার জিম্মা হইতে **শ্রীমতী মধুমা কুমার** স্বামী প্রয়াত সুনীল কুমার নামে খরিদাকৃত জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কোদালিয়া, জে. এল. নং ১২, সাবেক ৪৩৩ ও ৩৫৯ তথা হাল ৭৪৪ খতিয়ানে, সাবেক ৯৪ তথা ২৮৪ নং দাগে এবং সাবেক ১৬১ তথা ২৮১ নং দাগে মোট ২ কাঠা ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট বা ০.০৪ শতক বাস্তু সম্পত্তির ডি.এস. আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত পুরাতন একটি বিক্রয় কোবালা দলিল যাহার বুক নম্বর ১, দলিল নম্বর ১৮০৯/২০০৮, যাহা ১৩/০২/২০০৪ সালে দাখিলিকৃত ১১/০৬/২০০৮ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত, বিগত ১০/১২/২০২৪ তারিখে হারিয়ে গেছে ও উক্ত মর্মে স্থানীয় চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ব্যান্ডেল পি.পি. তে একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং ৮৭১ তারিখ ২৭/১২/২০২৪**।
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে জানুয়ারি। প্রজাতন্ত্র দিবস। ১২ ই মাঘ। রবি বার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ সাধারণ তন্ত্র দিবস। শ্রী শ্রী অনুকূল ঠাকুর র প্রয়াণ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের অবসর ভাতা পেতে আর হয়রানি হবে না

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ক্যাজুয়াল, চুক্তিভিত্তিক এবং দৈনিক ভাতার কর্মীদের অবসর ভাতা পেতে আর অপেক্ষা করতে হবে না। অবসরের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা যাতে এই টাকা পেতে পারেন, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের অর্থ দপ্তর। সম্প্রতি দপ্তর এবিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সেখানে সব দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, এবার থেকে ডিরেক্টরেট ও তার সমতুল সংস্থাগুলি এইচআরএমএসের মাধ্যমে 'টার্মিনাল বেনিফিট'

(অবসরের সময় এককালীন অনুদান) পেতে অনলাইন আবেদন করতে পারবে। ডিরেক্টরেটের অধীনস্থ সংস্থাগুলির ডিরেক্টরের কাছ থেকে অনুমোদন নিলেই চলবে। অর্থ দপ্তর বা নিজের দফতর থেকে অনুমোদন নিতে হবে না। ডিরেক্টর নিজেই এই অনুমোদন দিতে পারবেন। এর ফলে সময় বাঁচবে। উপভোক্তা যেদিন অবসর নেবেন, সেদিনই এই অনুদান পেয়ে যাবেন।

চুক্তিভিত্তিক, ক্যাজুয়াল ও দৈনিক ভাতার কর্মীরা অবসরের সময় এখন এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান পান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এই সুবিধে পাচ্ছেন তাঁরা। প্রথমে তাঁরা ৩ লক্ষ টাকা পেতেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী তা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ করেন। সরকারি কর্মীরা অনেক সুযোগ, সুবিধে পেলেও চুক্তিভিত্তিক, ক্যাজুয়াল কর্মীরা অবসরের সময় কোনও সুযোগ, সুবিধে পেতেন না। তাই তাঁদের এই অনুদান দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। ফেডারেশনের প্রবীন নেতা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পথ দুর্ঘটনায় রাশ টানতে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুব শীঘ্রই দরজা খুলে দিচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় প্রস্তাবিত ওই কেন্দ্র তৈরীর কাজ শেষের পথে। চলতি বছরের শেষের দিকেই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গেছে রিজিওনাল ড্রাইভার ট্রেনিং সেন্টার তৈরির ৮০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এখানে সব ধরনের আধুনিক সুযোগ, সুবিধা থাকবে। আরএফআইডি (রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন) প্রযুক্তির সাহায্যে ড্রাইভিং টেস্ট নেওয়া হবে। থাকবে ভিডিয়ো রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা। থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল, দু'রকমই ক্লাসের ব্যবস্থা থাকবে। যাঁরা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ নিতে আসবেন, তাঁদের থাকার জন্য হস্টেলের সুবিধাও থাকছে।

পরিবহণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, গাড়ি চালানো ছাড়াও একজন আদর্শ ড্রাইভার হওয়ার জন্য যে সব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা দরকার সেগুলো সম্পর্কে ধারনা তৈরি করার জন্য নতুন সিলেবাস তৈরি করা হচ্ছে। এর মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে, বিহেভিয়েরাল প্র্যাক্টিসেস এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং টেকনিক্স, ইমার্জেন্সি হ্যান্ডলিং টেকনিক, কার মেনটেন্যান্স ও জ্বালানি সাশ্রয়, পরিবেশ ও দূষণ এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে কোন কোন কারণে দুর্ঘটনা ঘটে সেটা ভালো করে উপলব্ধি করতে পারবেন শিক্ষনবিশ চালকরা।

নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, কেন্দ্রের নির্দেশিকা মেনেই বেহালায় আধুনিক মানের ডাইভিং ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হচ্ছে। এখানে যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। এ ছাড়াও ড্রাইভিংয়ে কম করে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মোটর মেকানিকসের সার্টিফিকেট অথবা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ড্রিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। আগামী দিনে, প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার বানানো হবে। এগুলি পরিচালিত হবে পিপিপি মডেলে।

গতি বাড়ালেই ধরা পড়বে অ্যাপে

বনস্পতি দে ● হুগলি

শহর থেকে শহরতলি, রাস্তায় বাসের রেষারেষি, দিনের পর দিন দুর্ঘটনার অভিযোগ উঠেছে, সতর্ক করেছে প্রশাসন, তারপরও কমেনি সেই দাপাদাপি। একই রুটে বাস কাছাকাছি চলে এলেই গতি বাড়িয়ে দেওয়া হয়, নিত্যযাত্রীরা প্রায়শই এই অভিযোগ করে থাকেন। আর রাস্তার মাঝে সেই বেপরোয়া গতির বলি হতে হয় পথচারীদের। এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। গতি বাড়ালেই ধরা পড়বে অ্যাপে। নতুন এই উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

হুগলির জাঙ্গীপাড়ায় পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের সূচনা অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি জানান, বাসের রেষারেষি বন্ধ করতে এবার অ্যাপ তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। সেই অ্যাপ দিয়েই বাস চালকদের ওপর নজরজদারি চালাবে ট্রাফিক পুলিশ।

পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, 'বাসের রেষারেষি এবার বন্ধ করে দেব। আমাদের আইটি বিভাগ একটি অ্যাপ তৈরি করেছে। বাস চালকদের সেই অ্যাপ দেওয়া হবে। সকাল থেকে তাদের ট্র্যাক করবে ট্রাফিক পুলিশ। কত গতিতে তারা গাড়ি চালাচ্ছে, বেপরোয়া গতিতে চালাচ্ছে কি না, সবটাই ধরা পড়বে ওই অ্যাপে।' মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বাস চালকদের জন্যে কড়া শাস্তির কথাও ভেবেছে রাজ্য। জানানো হয়েছে, বেপরোয়া গতিতে বাস চালালে, সেই চালককে শোকজ করা হবে। নির্দিষ্ট সময় পর তার ড্রাইভিং লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হবে। আর বেপরোয়া গতিতে চালানোর ফলে যদি কারও মৃত্যু হয়, তাহলে চরম শাস্তি দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন মন্ত্রী। এই অ্যাপ কার্যকর হলে পথ নিরাপত্তা বাড়বে বলেই আশা করছেন তিনি।

হাওড়া-শালিমার-সাঁতরাগাছি স্টেশনে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই দেশ জুড়ে ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হবে। আর তার ঠিক এক দিন আগে থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখল রেল সুরক্ষা বাহিনী। হাওড়া-সাঁতরাগাছি-শালিমারের মত ব্যস্ত রেল স্টেশনগুলিতে বহু লোকের সমাগম হয়, আর এই সব জায়গায় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতি বছরই স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এই ধরণের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, যা এবারেও ব্যতিক্রম নয়। শনিবারের রাত পোহালেই দেশের ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। কিন্তু আগে থেকেই হাওড়া, সাঁতরাগাছি, শালিমার স্টেশন ও তার সংলগ্ন অঞ্চল সহ

স্টেশনের ভিতরে নিশছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

পাশাপাশি স্টেশনগুলিতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার, শনিবার বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালানো হল হাওড়া সাঁতরাগাছি, শালিমার স্টেশন চত্বরে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে যে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি রুখতে রেলের এই স্টেশনগুলোতে পুলিশের বিশেষ টিম, স্নিফার ডগ ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে স্টেশনে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি চালান হয়।

এই তল্লাশি অভিযানের পুরোভাগে ছিলেন জিআরপি, আরপিএফ ও সিআইডি বম্ব স্কোয়াডের সদস্যরা। সম্মিলিতভাবে এই বিশেষ দলটি রাজধানী এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালায়। যাত্রীদের ব্যাগ থেকে শুরু করে স্টেশন চত্বর কার পার্কিং এলাকায় সিকিউরিটি চেকিং হয়। রেল সূত্রে দাবি করা হয়েছে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এই স্টেশনগুলিকে। আনাচে-কানাচে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। বছরের বিশেষ দিনগুলিতে সিকিউরিটি চেকিং আরও জোরদার করা হয়। এই বিশেষ নজরদারি হিসেবে স্টেশনের ট্রেনের কামরায় উঠে যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করেছে রেল পুলিশের বিশেষ টিম। জিআরপি এবং আরপিএফ আধিকারিকরা তল্লাশি চালায়। সঙ্গে ছিল স্নিফার ডগ। পুলিশ কুকুর ও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হয় প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের লাগেজ। ট্রেনের ভিতরেও পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া রেলের ট্র্যাক ও স্টেশনের পার্কিং জোনে দীর্ঘক্ষণ চলে তল্লাশি অভিযান। নিয়মিত এই অভিযান চলবে বলে জানান আধিকারিকরা।

রঞ্জি ম্যাচের পাঁচ দিন আগে অনুশীলন শুরু কোহলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির হয়ে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলবেন বিরাট কোহলি। আগামী ৩০ জানুয়ারি থেকে রেলওয়ের বিরুদ্ধে খেলার কথা তাঁর। ১২ বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার আগে অনুশীলন শুরু করলেন কোহলি। মুম্বইয়ে ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচের কাছে অনুশীলন করছেন কোহলি।

অফ স্টাম্পের বাইরের বলে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না কোহলি। পরের পর ম্যাচে তিনি আউট হয়েছেন চতুর্থ, পঞ্চম বা ষষ্ঠ স্টাম্পের বলে খোঁচা দিয়ে। বার বার একই ভাবে আউট হওয়ায় কোহলির ব্যাটিং টেকনিক নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের পাঁচ দিন আগেই তাই অনুশীলনে নেমে পড়লেন কোহলি।

ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের কাছে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন কোহলি। তাঁর অনুশীলনের যে ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে অফ স্টাম্পের বাইরের বলে দুর্বলতা কাটানোর চেষ্টা করছেন কোহলি। তাঁকে নির্দিষ্ট জায়গায় বিভিন্ন উচ্চতায় সমানে বল দেওয়া হচ্ছে। খেলার চেষ্টা করছেন কোহলি। নেটের বাইরে থেকে নজর রাখছেন বাঙ্গার। কোথায় ভুল হচ্ছে বা কী ভাবে খেলা উচিত বলে দিচ্ছেন বাঙ্গার। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথা বলতেও দেখা গিয়েছে কোহলিকে।

বেশ কিছু দিন ধরে চেনা ফর্মে নেই ভারতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির প্রথম টেস্টে শতরান করলেও বাকি কোনও ইনিংসেই রান পাননি। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নির্দেশ দিয়েছেন ফর্মে না থাকা ক্রিকেটারদের। তাই রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলার আগে সমস্যা সমাধানের করার চেষ্টা করছেন কোহলি।

মুম্বইয়ের নেটে কোহলিকে অবশ্য ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গিয়েছে। অনুশীলনের পর ভক্তদের সই দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। উল্লেখ্য। ২০১২ সালে শেষ বার রঞ্জি ট্রফির ম্যাচ খেলেছিলেন কোহলি।

কলকাতা বইমেলার বিশেষ আকর্ষণ গ্রিন লাইন-১ মেট্রো পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হতে চলেছে কলকাতা বইমেলা। আর তার আগেই কলকাতার বইপ্রেমীদের জন্য খুশির খবর দিল কলকাতা মেট্রো। বইমেলার সময় রবিবার ২ ও ৯ ফেব্রুয়ারিতেও পরিষেবা চালু থাকবে বলেই জানাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

বইপ্রেমীদের সুবিধার্থে ২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গ্রিন লাইন-১-এ অতিরিক্ত পরিষেবা চালু করবে মেট্রো। প্রসঙ্গত, ২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে সল্টলেকের বইমেলা প্রাঙ্গণে। সেখানে যাওয়ার জন্য এই পরিষেবা চালু থাকবে। এই সময়ে রবিবারও গ্রিন লাইন-১-এ মেট্রো পরিষেবা চালু থাকবে। সোমবার থেকে শনিবার এই সময়ে গ্রিন লাইন-১-এ ১২২টি মেট্রো পরিষেবা, যার মধ্যে ৬১টি পূর্বমুখী এবং ৬১টি পশ্চিমমুখী পরিষেবা চালু থাকবে (১০৬টির পরিবর্তে)। এই লাইনে পরিষেবা সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯ টা ৪০ মিনিট

পর্যন্ত চলবে। বইমেলার দিনগুলিতে দুপুর ২ টো ০৫ মিনিট থেকে রাত ৯ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিট অন্তর পরিষেবা চালু থাকবে পরিষেবা।

বইমেলার সময় রবিবার ২ এবং ৯ ফেব্রুয়ারিতে গ্রিন লাইন-১-এ ৭৪টি পরিষেবা ৩৭টি পূর্বমুখী এবং ৩৭টি পশ্চিমমুখী পরিষেবা চালু থাকবে। এই লাইনে পরিষেবা দুপুর ২ টো ১৫ মিনিট থেকে রাত ৯ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। বইমেলার দিনগুলিতে ২টা ১৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ১২ মিনিট অন্তর পরিষেবা চালু থাকবে।

প্রথম ট্রেন চলবে দুপুর ২ টো ১৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত। দুপুর ২ টো ১৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত। শেষ ট্রেন চলবে রাত ৯ টা ৩৫ মিনিটে শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ। রাত ৯ টা ৪০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ থেকে শিয়ালদা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৬ জানুয়ারি ২০২৫, ১২ মাঘ, রবিবার

ডাক্তারদের ডিউটি নিয়ে নির্দেশিকা জারি স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিনিয়র ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মক্ষেত্রে ডিউটি নিয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করা হল স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আগামী এক মাসের ডিউটি রোস্টার চেয়ে পাঠানো হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মাঝেমধ্যে সারপ্রাইজ ভিজিট করা হবে হাসপাতালগুলোতে।

প্রসঙ্গত, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে রোগীর স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে কোন গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তা দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি কর

হাসপাতালে তরুনী ডাক্তারের ধর্ষণ হত্যার ঘটনা থেকে সদ্য মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন কাণ্ড। বারবার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বারংবার অভিযোগ উঠেছে সরকারি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকরা নিয়ম মেনে ডিউটি করছেন না। বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে ডিউটির সময় কোন বেসরকারি হাসপাতাল বা প্রাইভেট চেম্বারে ওই চিকিৎসক ডিউটি করছেন। তাই সরকারি চিকিৎসকদের কাজে সময়ানুবর্তিতা আনতে রাজ্য সরকার এবার কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবার থেকে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তাররা নিয়ম মেনে নির্ধারিত সময় ডিউটি করছেন কিনা তা দেখতে কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি চালানো হবে বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্য রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারদের আগামী এক মাসের ডিউটি রোস্টার চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এবার হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসকদের কাজ নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর।

দুয়ারে সরকার নিয়ে রাজ্যর কাছে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের দুয়ারে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী ফের রাজ্যে গত ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি। এই কর্মসূচি চলবে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে কতজন উপকৃত হয়েছে, সরকার আগে তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক। শনিবার কল্যাণীর শহীদপল্লীতে শিবমন্দির লাগোয়া ময়দানে দলীয় কর্মীদের তরফে আয়োজিত বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন কাঁচরাপাড়া বাগমোড় সন্নিহিত কল্যাণীর শহীদপল্লীতে গঙ্গার তীরবর্তী শিব মন্দিরে তিনি পুজো দেন। এরপর মন্দির লাগোয়া মাঠে বীজপুর কেন্দ্রের দলীয়

কার্যকর্তাদের তরফে আয়োজিত বনভোজন অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নেন। বনভোজন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দুয়ারে সরকার নিয়ে ফের মুখ খুললেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। তিনি বলেন, সামনেই ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন। তার প্রাক্কালে দুয়ারে সরকারের নামে ফের নাটক শুরু হয়েছে। তাঁর সাফ মন্তব্য, দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে আবেদন করে কতজন উপকৃত হয়েছেন, সরকারের উচিত তার শ্বেতপত্র প্রকাশ করা। মিড ডে মিল নিয়ে তিনি বলেন, মিড ডে মিলের নামে বাংলায় প্রহসন হচ্ছে। শাসকদলের নেতারা প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাচ্ছেন। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো অর্থে বাংলায় শাসকদল বাড়ছে। আর বিজেপি কর্মী এবং সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। অপরদিকে বিজেপি নেতা সন্তোষ রায় বলেন, অন্যায়-সহ সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন অর্জুন সিং। তাই বারবার তাঁকে তলব করে হেনস্থা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, কয়েক মাস বাদে বাংলায় হওয়া বদল হলে, বসে যাওয়া দলীয় কর্মীরাও বিধানসভা নির্বাচনে প্রাক্কালে ফের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বনভোজন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদীপ্ত দাস, দলের ব্যারাকপুর জেলা কমিটির সদস্য সন্তোষ রায়, হালিশহর-৩ মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক রাজু দাস, হালিশহর-৩ মন্ডলের যুব মোর্চার সাধারন সম্পাদক সঞ্জয় সরকার, ব্যারাকপুর জেলার এস সি মোর্চার সদস্য তাপস চৌধুরী, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ।

দুয়ারে সরকারের প্রথম দিনেই অংশ নিলেন ৫ লক্ষ মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার থেকেই গোটা রাজ্যে শুরু হয়েছে নবম দুয়ারে সরকার। এক ছাতার তলায় আনা হয়েছে ৩৭টি প্রকল্প। আর তাতেই দেখা গেল মানুষের ব্যাপক সাড়া। প্রথম দিনেই 'দুয়ারে সরকারের' ক্যাম্পে অংশ নিলেন প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ মানুষ। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন রাজ্যজুড়ে ১৩ হাজার ৯২২টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। শুধুমাত্র শুক্রবারই এই ক্যাম্পগুলিতে যান ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৯৬ জন। যদিও কোন প্রকল্প সবথেকে বেশি মানুষ টেনে অন্য প্রকল্পকে টেক্কা দিচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্রের খবর, অন্যবারের মতোই এবারও 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'খাদ্যসাথী', 'স্বাস্থ্যসাথী', 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'তে নাম লেখাতে সব থেকে

বেশি ভিড় চোখে পড়েছে। পাশাপাশি আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজ, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত বিষয়েও ভাল সাড়া মিলেছে বলে খবর। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কিছুদিন আগেই সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন শীঘ্রই গোটা রাজ্যে বসবে দুয়ারে সরকারের শিবির। আর তা হবে জানুয়ারিতেই। ২৪ জানুয়ারি থেকে চালু হলেও দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প থাকছে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, দুয়ারে সরকারের পথচলা শুরু ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৪৬৫টি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে বলে খবর। সরাসরি সরকারি সুবিধা পেয়েছেন ১১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৮৪ হাজার ৭১৬ জন। এবারের টার্গেট ১ লক্ষেরও বেশি। সূত্রের খবর, এবার গোটা রাজ্যে ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৬টি শিবিরের আয়োজন করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।

নরেন্দ্রপুরে স্কুলে আত্মঘাতী শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলের মধ্যে আত্মঘাতী শিক্ষক। ঘটনাটি ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গ্রিনপার্কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানা গিয়েছে, গ্রিনপার্ক থানা এলাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে কর্মরত ছিলেন বছর আঠাশের রাজেশ রজক। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকারই রামচন্দ্রপুরে তাঁর বাড়ি। স্কুলে হিন্দি পড়াতেন। সূত্রের খবর, স্কুলের চাবি তার কাছেই ছিল। শুক্রবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের লোকজন আশপাশের এলাকায় খোঁজ করলেও তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। শেষে তাঁরা হাজির হন স্কুলে। খুঁজতে খুঁজতে স্কুলে গেলে ক্লাসরুমের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় রাজেশকে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জানানো হয় স্কুল কর্তৃপক্ষকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে অশান্তি হয়েছিল। তারপরই রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর বাড়ি ফেরেননি। কিন্তু, রাগের মাথায় যে স্কুলে গিয়ে এমন ঘটনা তিনি ঘটাবেন তা কারও কল্পণাতেও আসেনি। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফেই খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছবি বিতর্কে ক্যালেন্ডারের নকশার পরিবর্তন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছরের শুরুতেই তৃণমূলের অন্দরে ক্যালেন্ডার বিতর্ক। ছবির ম্যাপ নিয়ে গোলমালের জেরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে শাসকদলের অন্দরেই। অন্তত এমনটাই খবর তৃণমূল সূত্রে।

ঘটনার সূত্রপাত, নতুন বছরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তর থেকে একটি ক্যালেন্ডার পাঠানোকে কেন্দ্র করে। এই ক্যালেন্ডার পাঠানো হয়েছিল দলের জেলা সভাপতিদের। যাতে লেখা ছিল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক প্রচারিত। যাতে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছবি রয়েছে। কিন্তু, দেখা যায় অভিষেকের ছবিটি মাপে মমতার থেকে বড়।

সূত্রের খবর, এই ঘটনা নজরে আসার পরই রাজ্য নেতৃত্ব এই ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে নিষেধ করে। রাজ্য নেতৃত্বের বার্তা যায় ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও। এরপরই ক্যালেন্ডারের নকশাই বদলে ফেলা হয়। তৈরি হয় নতুন ডিজাইন। নতুন ক্যালেন্ডারে দেখা যায় মমতার ছবি অভিষেকের ছবি থেকে বড়। সেই ক্যালেন্ডার ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় পাঠানো শুরু হয়েছে বলে খবর।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ অবশ্য প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এই ঘটনা। জানান যে তাঁর জানা নেই এব্যাপারে কিছুই। আর সেই কারণে তিনি মন্তব্য করতেও রাজি হননি। যদিও এরপরেই নিজের অবস্থান বদল করে তিনি জানান, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের তরফে কোনও ক্যালেন্ডার থাকলে নিশ্চিতভাবেই সেখানে দলের সর্বাধিনায়িকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সবথেকে বেশি গুরুত্ব পাবে, সবথেকে বেশি সম্মান পাবে, সেই ডিজাইন হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক বিষয়।'

ফের ফিরবে শীতের আমেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফেব্রুয়ারির আগেই ঠাণ্ডা কমে গেলেও ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ছে চারিদিক। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এমন চলবে আগামী কয়েকদিন। এর সঙ্গে রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। এদিকে শুক্রবারের তুলনায় শনিবার আরও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে বাঁকুড়া শহর-সহ আশপাশের এলাকা। কুয়াশার ঘনত্বের কারণে দৃশ্যমানতা একেবারে তলানিতে নেমে আসে। ফলে জাতীয় ও রাজ্য সড়কে যান চলাচল করছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ট্রেন চলাচলেও আংশিক প্রভাব পড়েছে। সকালের দিকে রাস্তাঘাট রয়েছে মোটের উপর ফাঁকা। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও এদিন চার জেলায় কুয়াশার দাপট জারি থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার,

উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা থাকছে। দক্ষিণবঙ্গে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে সবথেকে বেশি কুয়াশার দাপট দেখা যাবে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তুরে হাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। যে কারণে শনিবার পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের উপরে।

তবে এর মধ্যেও শীতপ্রেমীদের জন্য সুখবর শোনাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, উত্তুরে হাওয়ার হাত ধরেই ফের আসবে শীত। যা বোঝা যাবে শনিবার বিকাল থেকেই। এরপর ২৬ জানুয়ারি থেকে ফের নামবে পারদ। মঙ্গলবারের মধ্যে তাপমাত্রা ফের কমবে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা সেই অর্থে নেই। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৫৭ থেকে ৯৫ শতাংশের মধ্যে।

এন্টালি আর এক্সাইডে হেলে পড়ল আবাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহর কলকাতায় ফের হেলে পড়া আবাসনের ছবি। বাঘাযতীন, বেলঘরিয়া, ট্যাংরার পর এবার এন্টালি। শুধু এন্টালি নয়, এক্সাইডেও পুরনো একটি বহুতল হেলে রয়েছে বলে খবর। চাঙড়ও ভেঙে পড়ছে বলে অভিযোগ।

এদিন কলকাতা পুরসভার ৫৫ নম্বর ওয়ার্ডের এন্টালির ছাতুবাবু লেনের একটি বহুতল পাশের বাড়ির উপর হেলে রয়েছে বলে খবর। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়ম না মেনে জলাজমি বুজিয়ে প্রথমে একটি তিন-চারতলা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে বাড়ির উপর আরও কয়েকটি তলা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বাড়িটি বেঁকে গিয়েছে বলে খবর। এনিয়ে বারবার প্রোমোটারকে বলা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলেই দাবি করেছেন স্থানীয়রা।

অন্যদিকে এদিনই কলকাতা পুরসভার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডের এক্সাইড চত্বরের মসজিদ বাড়ি এলাকায় একটি বহুতল হেলে রয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, উপরতলা থেকে মাঝেমধ্যেই চাউড় খসে

পড়ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। এদিকে ৫০ বছর এই পুরনো বাড়িটিতে অন্তত ১২টি পরিবারের বাস। রয়েছে গেস্ট হাউসও। ইতিমধ্যে বাড়িটিকে 'বিপজ্জনক' বলে ঘোষণা করেছে পুরসভা। কিন্তু বাসিন্দারা বাড়ি ছাড়তে নারাজ বলে পালটা দাবি পুরসভার।

প্রসঙ্গত, দিনদশেক আগে কলকাতা পুরসভার ৯৯ ওয়ার্ডে বাঘাযতীন চত্বরে বিদ্যাসাগরের কলোনির একটি আবাসন হেলে পড়ে। নিচের তলাটি কার্যত চুরমার হয়ে যায়। ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে কলকাতা পুরসভা জানায়, অনুমতি ছাড়াই তৈরি হয়েছিল ওই বহুতল। তারপর ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে হেলে পড়ে একটি নির্মীয়মাণ বহুতল। বৃহস্পতিবার বিধাননগর পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় পরপর দুটি বাড়ি বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ে। অন্যদিকে, ৩ নং ওয়ার্ড এলাকার দক্ষিণ নারায়ণপুরের একটি বাড়িও হেলে পড়ে। সেই রেশ কাটতে না কাটতে কলকাতা পুরসভার ৫৯ নম্বর ওয়ার্ডের ১২ নম্বর লোকনাথ বোস গার্ডেন লেনেও হেলে পড়ার বহুতলের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। একের পর এক ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত আবাসিকরা।

পাছে অন্যদের নাম সামনে না আসে, সঞ্জয়ের তড়িঘড়ি ফাঁসি চায় রাজ্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভয়াকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়ের হয়ে সওয়াল করতে দেখা যাবে নতুন আইনজীবীকে। সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টে সঞ্জয়ের হয়ে সওয়াল করবেন আইনজীবী যশ জালান। তাঁর হয়ে সওয়ালের পক্ষে ওকালতনামায় সঞ্জয় সই না করলেও হাইকোর্ট তাঁকে সওয়ালের অনুমতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন যশ জালান। এরপরই অভয়াকাণ্ডে দোষী সাব্যস্তর হয়ে সওয়ালের আগেই তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, এই মামলায় তিন জনের নাম সামনেই আসেনি। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, অন্যদের নাম সামনে এসে গেলে সমস্যা বাড়বে, সেজন্য রাজ্য তড়িঘড়ি সঞ্জয়কে ফাঁসি দিতে চায় বলে তাঁর অভিযোগ।

আরজি করে তরুণী চিকিৎসক ও ধর্ষণ হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে শিয়ালদা আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেছে রাজ্য। সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিও জানানো হয়েছে রাজ্যের তরফে। শিয়ালদা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে গিয়েছে সিবিআই-ও। তাদের তরফ থেকেও ফাঁসির দাবি

জানানো হয়েছে। শনিবার সঞ্জয়ের নতুন আইনজীবী যশ জালান বলেন, 'নিম্ন আদালতে ট্রায়াল অনেক দ্রুত করা হয়েছে। এই মামলার মধ্যে তিনজন রয়েছেন, যাঁদের ক্রস এক্সামিনেশন করা হয়নি। তাঁদের নামও উল্লেখ করা হয়নি। সেই নামগুলো সামনে আসা দরকার। সঞ্জয় রায়ের জন্য রাজ্যের তরফে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি (ডিএলএসএ) নিয়োগ করা হয়। ডিএলএসএ-ও তাঁদের নাম আনতে চায়নি। কারণ, তারা রাজ্যের অধীনস্থ।'

একইসঙ্গে আইনজীবী যশ জালান এও জানান, 'প্রেসিডেন্সি জেলে ২ বার দেখা করতে গিয়েছি। ওকালতনামায় সই করতে দেয়নি। আমার সামনেই সঞ্জয়কে সাদা কাগজে সই করতে বলে। আমি বাধা দিই। সঞ্জয়কেও বলি, আইনজীবীর সঙ্গে কোনও কথা না বলে সাদা কাগজে সই করবেন না।' এর পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'প্রাইভেট ডিফেন্স কাউন্সেলকে নিজের পক্ষে দাঁড় করাতে চান সঞ্জয়। কিন্তু, তাঁর উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে লিগ্যাল এইডের সাহায্য নেওয়া হয়। জেল কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করছে।'

এদিকে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের আবেদনের শুনানি রয়েছে। রাজ্যের মামলা গ্রহণযোগ্য কি না, সেই শুনানি হবে। সেখানে সঞ্জয়ের হয়ে সওয়াল করবেন যশ জালান। তিনি সোমবারের সওয়াল প্রসঙ্গে এও জানান, 'শিয়ালদা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। সেখানে সঞ্জয় রায়কে পার্টি করা হয়। তিনি স্টেস লিগ্যাল এইডের ওকালতনামায় সই করেছেন বলে দাবি জেল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু, সঞ্জয় বলছেন, এরকম কোনও ওকালতনামায় সই করেননি। এমনকি, তিনি জানেনও যে তাঁকে ওই আবেদনে পার্টি করা হয়েছে। আদালত আমায় অনুমতি দিয়েছে, ওকালতনামায় সই ছাড়াই সওয়াল করতে পারি।' এদিকে গত কয়েকদিন ধরে তুমুল চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাজ্য সঞ্জয়কে তাড়াতাড়ি ফাঁসি দিতে চায় এই ইস্যুতে। এই প্রসঙ্গে আইনজীবী যশ জালান জানান, 'এটা অনেক হাই প্রোফাইল বিষয় হয়ে গিয়েছে। রাজ্য চায় না, আসল লোক ভিতরে যাক। রাজ্য চায়, সঞ্জয়কে ফাঁসি দিয়ে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে দিতে। যদি অন্যদের নাম সামনে আসে, অনেক সমস্যা তৈরি হবে।'

তদন্তের নামে শুধু বসিয়ে রেখে হয়রানি করা হচ্ছে: প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় শনিবার তাঁকে তলব করেছিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট। তদন্তকারীদের ডাকে সাড়া দিয়ে এদিন বেলা সাড়ে বারোটায় তিনি তদন্তকারীদের মুখোমুখি হন। সওয়া পাঁচ ঘণ্টা জেরা শেষে ডিডি অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে। তাঁর দাবি, তদন্তের নামে নাটক করা হচ্ছে। তাঁকে মাত্র এক ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। আর বাকি চার ঘণ্টা বসিয়ে রেখে হয়রানি করা হয়েছে। তাঁর সাফ বক্তব্য, পি পি মডেলে আবাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পুরসভার এফআইআর করার কোনও অধিকার নেই। তবুও তৃণমূল নেতাদের ইশারায় বিজেপি নেতাদের ডেকে তদন্তের নামে হেনস্থা করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের মুখোমুখি

হবার আগে কাঁকিনাড়ার বাড়িতে বসে প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, পি পি মডেলে আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভাটপাড়া পুরসভার সঙ্গে তাঁর কোম্পানির চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, কাজের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা দেখা দিলে 'আরবিটেটর' অর্থাৎ সালিসকারী বসিয়ে মিটমাট করতে হবে। কিন্তু আরবিটেটরের মাধ্যমে মীমাংসা না করে পুরসভা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। পুরসভার মামলাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। অপরদিকে প্রিয়াঙ্গুকে তলব নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছেন। কিন্তু ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা থেকে বিদায় নেবেন।' তাঁর সাফ বক্তব্য, বাংলায় রাজনীতি হচ্ছে না। পুলিশ-গুন্ডাকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চলছে। যদিও সেই চেষ্টা ২০২৬ সালে ব্যর্থ হবে।

সম্পাদকীয়

ভাতার জোরেই কি সব শাসকই বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে?

সিঙ্গুরের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়ার ট্র্যাক রেকর্ড নিয়ে ক্ষমতায় এসে মা-মাটি-মানুষের সরকার বুঝে নিয়েছে, এ রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ করা আত্মহত্যার শামিল। তবে, বৃহৎ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে একলপ্তে কর্মসংস্থানের পরিবর্তে চপ ভাজার পরামর্শ বা কাশফুল দিয়ে পাশবালিশ তৈরির নিদান, সঙ্গে ক্লাব, পুজো কমিটি, পুরোহিত ভাতা চালু করে বৃহৎ সংখ্যক ভোটারকে প্রভাবিত করার এক নিপুণ চিত্রনাট্য গড়েছে তারা। যে রাজ্যের কন্যাশ্রী প্রকল্প আন্তর্জাতিক পুরস্কার পায়, সেই রাজ্যেই নাবালিকা বিবাহ বা নারী পাচার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বার বার উঠে আসা খুবই আশ্চর্যের। এই নিয়ে কেউ প্রশ্নও তোলে না। শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ অজস্র। খাপ পঞ্চায়েত গোছের মনসবদারি সংবাদমাধ্যমের সূত্রে উঠে আসায় প্রশাসনিক গাফিলতি ক্রমশ বে-আব্রু হয়ে ওঠে। ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। নিয়মিত চাকরির বন্দোবস্ত করতে সরকার ডাহা ফেল, আদালতের আঙিনায় যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা মাথা কুটছেন। বাড়ছে ঠিকা শ্রমিক, সিভিক ভলান্টিয়ার, প্যারা টিচার, প্যারা ডাক্তার, বিভিন্ন অ্যাপনির্ভর পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত গিগ শ্রমিকের সংখ্যা। প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার সব উপকরণ থাকা সত্ত্বেও কেবল লক্ষ্মীর ভান্ডারের জোরে শাসক দল বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে বলে অনেকেরই অভিমত। এ ছাড়াও রয়েছে সহজ পাটিগণিত। কেন্দ্রে বিজেপির শাসন ও তাদের বিভেদমূলক রাজনীতি, মুয়াজ্জিন-ইমাম ভাতা ইত্যাদি অনুদানের জেরে রাজ্যের ২৭ শতাংশ মুসলিম ভোটের সিংহভাগ যায় তৃণমূলের ঝুলিতে। বাকি ৭৩ শতাংশ অ-মুসলিম ভোটের কম-বেশি পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা ভোটার। লক্ষ্মীর ভান্ডারের কারণে মহিলা ভোটের এক বড় অংশ শাসক দলের অনুকূলে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অর্থাৎ, যে কোনও নির্বাচনের শুরুতে মুসলিম ও সংখ্যাগুরু মহিলা ভোটের গ্যারান্টি নিয়ে শাসক দল নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়, 'মোদীর গ্যারান্টি'ও এ কারণে খুব বেশি দাগ কাটতে পারে না।

শব্দবাণ-১৭৩

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নিশান, ধ্বজা ৩. প্রচারিত ৫. এ গণ্ডি মানুষ নিজেরাই গড়ে নিয়েছে ৬. আশাহীন ৭. সম্মানসূচক উপাধি ৯. বিদ্যুৎ ১১. রসযুক্ত, সরস ১২. পায়রা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. হনন, বিনাশ ২. সংবাদপত্র ৩. দৃষ্টিপাত, নজর ৪. বিষ্ণু ৭.পাখি, বিহঙ্গ ৮ .বিনিময় ৯. লোপ পায় না এমন ১০. আমার— মহান।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭২

পাশাপাশি: ২. বিরোধাভাস ৩. বেদনিন্দক ৬. সময়ান্তর ৭. রোশনচৌকি।

উপর-নীচ: ১. অজ্ঞাতবাস ২. বিশ্ববেহায়া ৪. নিকরবাকি ৫. কটিভূষণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

সাবির আলি

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক অনিল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় সাবির আলির জন্মদিন।*
১৯৫৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অশোক মালহোত্রার জন্মদিন।*

প্রজাতন্ত্র মানে কেউ রাজা নয়, সবাই রাজা

স্বপনকুমার মণ্ডল

প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারির প্রজাতন্ত্র দিবস ফিরে আসে স্মরণে বরণীয় হওয়ার জন্য । অথচ সেখানে ১৫ আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের গরিমাবোধের নিস্তেজ পরিসরে ২৬ জানুয়ারির সরকারি অনুষ্ঠানের আলো জনমানসে নিবিড় হতে পারে না। উল্টে সাধারণ্যে প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রের তাত্ত্বিক চেতনা অস্পষ্টতার আবছায়ায় রাজা-প্রজার দ্বন্দ্ববিরোধ অমীমাংসিত থেকে যায় । অথচ ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্টের স্বাধীনতার আসল সৌরভ ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে তার পূর্ণ স্বরাজের দাবি ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় । এজন্য ১৯৪৯-এর ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে দেশের সংবিধান অনুমোদিত হলেও তা কার্যকরী করা হয় ১৯৫০-এর ২৬ জানুয়ারি । সেখানে দেশের পরিচয় হয় সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ভারত। প্রজাতন্ত্রই সাধারণতন্ত্র । সেখানে কেউ রাজা নয়,কেউ অসাধারণ নয়, সবাই সাধারণ, সবাই রাজা । রাজা নেই না থাকলেও তার রাজত্ব আছে। সেই রাজত্ব একান্ত ভাবেই আমজনতার। আবার সেই জনতার সকলের সমান অধিকার,সকলেই নিজেকে রাজা ভাবতে পারে । আসলে যেখানে বৈষম্যবোধ জেগে থাকে,সেখানেই বিভেদকামী শক্তির আস্ফালন ঘটে অবিরাম । আবার বৈষম্য সৃষ্টি করেই আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটে, শ্রেষ্ঠত্ববোধের পরিচয় জাহির করার বাতিকে ভর করে প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে রাজা না থাকলেও রাজকীয় আধিপত্যের নানা রূপ, নানা প্রকৃতি, বিচিত্র বিভূতি, রকমারি ছদ্মবেশের নিবিড় আয়োজন । অথচ সেই বৈষম্যের শিকার হয় সমাজের প্রান্তবাসী নিম্নবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ । অন্যকে ছোট করে বড় হওয়ার বাতিকে বর্ণভেদী বৈষম্যপীড়িত সমাজে নামেই শুধু স্বাধীনতা, মুখেই তার সমান অধিকার । শুধু তাই নয়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের একাধিপত্যে সংখ্যালঘু মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব হয় অবিরত । অন্যদিকে উত্তর-আধুনিক পরিসরে গণতান্ত্রিক দেশেও যখন রামরাজত্বের স্বপ্ন ফেরি হয়,তখন তার সরব অস্তিত্ব অনেকেই আবার নীরব করে দেয়। কেননা তাতেও যে বৈষম্যপীড়িত বিদ্বেষ ও বিভেদের ভয়ঙ্কর অমানবিকতায় পরিচয় জেগে ওঠে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল্যায়নেও তার অস্তিত্ব প্রতীয়মান ।

আসলে কোনও বিষয়ে কারও মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে । তাঁর মতাদর্শে বাঙালিরাই শুধু নয়, অবাঙালিরাও শ্রদ্ধাশীল। সবার কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কী বলছেন, বা রবীন্দ্রনাথের মতামত দিয়ে নিজের অভিমত গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পক্ষে-বিপক্ষের সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায় । সেখানে তাঁর একাধিপত্য বিস্ময়কর । সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত ভূমিকা প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেই চলেছে । সেদিক থেকে তাঁর মনীষী ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে শুরু করে । একালে যখন 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে চর্চার অবকাশ আপনাতেই মুখর হয়ে ওঠে, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে । শুধু তাই নয়, তাঁর মূল্যায়নই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে । বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাম ও রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায় । তাতে অনেকের তাঁকে রামভক্ত মনে হতে পারে । অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেও শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সর্বগুণধর শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নেও তাঁর শ্রদ্ধাবোধে অন্ধত্ব নেই, বরং যুক্তির আলোর পরশেই তাঁর অসাধারণত্ববোধ প্রতীয়মান । শুধু তাই নয়,রামরাজত্ব নিয়েও তাঁর লক্ষ্যভেদী সমালোচনা বেরিয়ে এসেছে । সেখানে তাঁর প্রশংসা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে,সমালোচনাও সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। মহাকাব্যের রূপকের মধ্যেও সমাজ বাস্তবতার পরিচয়কে একালের আলোতেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । নিছক ভক্তির পরাকাষ্ঠায়,রাম ও রামায়ণ তাঁর কাছে মানবিক আবেদনে নতুন যুগের বার্তাবাহী। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে ।

রবীন্দ্রনাথের মন ও মননে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে । তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ক্রমশ সেই প্রভাবের ছায়া নানা রূপে কায়া বিস্তার করে । সেক্ষেত্রে ভারতের জীবনচেতনা ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক গুণের সর্বোত্তম প্রকাশ থেকে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর সৃষ্টিতেও সেই রামচন্দ্রের পরিচয় ক্রমশ প্রসারিত হয় । বাল্মীকি,রাম,রামায়ণ ও রামরাজত্বের বিস্তার তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ক্রমশ ফুল-ফলে, শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে । এভাবেই 'বাল্মীকিপ্রতিভা'(১৮৮১) গীতিনাট্যে, 'পঞ্চভূত'(১৮৯৭), 'আত্মশক্তি'(১৯০৫), 'প্রাচীন সাহিত্য'(১৯০৭), 'পরিচয়'(১৯১৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে, 'জাভাযাত্রীর পত্র'(১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা 'কাহিনী'(১৯০০) কাব্যে নানা ভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে । সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে, তেমনই তাঁর বিরূপ মনোভাবও সংগুপ্ত থাকেনি। রাম চরিত্রের সূর্যদীপ্ত আলোর মধ্যেও গ্রহণের ছায়াও অত্যন্ত প্রকট । বিশেষ করে শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুককে বধদণ্ড প্রদান ও অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতার বনবাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য বিষয়দুটি তাঁর লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে । শুধু তাই নয়,আকারেপ্রকারে তিনি যে রামচন্দ্রের এই দুটি বিষয় যে মেনে নিতে পারেননি,তা তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে 'প্রাচীন সাহিত্য'র সূচনা প্রবন্ধ 'রামায়ণ'-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাম ও রামায়ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন । সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম রামের অতুলনীয় মহামানবের পরিচয়কে তিনি নিবিড় করে তুলেছেন সেখানে । শুধু তাই নয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তের মতো রামায়ণের কথাকে যেভাবে আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন,তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনেও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণীয় । সেখানে যথার্থ সমালোচনাকে পূজা ও সমালোচককে পূজারি বলেছেন তিনি । সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই রামায়ণের প্রতি তাঁর পূজাকে সবচেয়ে বেশি তন্নিষ্ঠ করে তুলেছেন । আর্য-অনার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রীরামচন্দ্রের সমাজবিপ্লবীর ভূমিকাই শুধু নয়, রামায়ণের মধ্যে ভারত থেকে ভারতের মধ্যে রামায়ণের বিস্তৃতিবোধ তাঁর মূল্যায়নে অধিক গুরুত্ব লাভ করে । স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভারতের 'পরিপূর্ণ মানবের আদর্শচরিত' হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান,সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । অথচ সেই আদর্শ চরিত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি অভাব না থাকলেও তিনি যে অন্ধভক্তির শিকার হয়ে ওঠেননি, তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে । সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে এড়িয়ে যাননি, বা, উপেক্ষা করে মেনে নেননি,বরং সচেতন ভাবে তার স্থিতিকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন ।

১৮৯১-এ 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পে সমাজের পণপ্রথার শিকারে নারীজীবনের করুণ পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে শেষে 'এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়' -এর নিদান দিয়ে তার ইতি টেনেছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীলতার দৃষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেননি । সেক্ষেত্রে নারীজীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভূমিকাকে প্রকট করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । অন্যদিকে নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দীনহীন ব্রাত্য দৃষ্টিভঙ্গি যে নারীনির্যাতনের মূলাধার,তা সময়ান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । 'শাস্তি'র মতো গল্পেই তা প্রতীয়মান । অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রসারিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য বজায় রাখায় আরও বেশি উগ্র রূপ লাভ করে । সেখানে নারীনির্যাতনের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে । সেই নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪-তে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র'-এ একের পর এক গল্পে সবুজ করে তোলেন। ঐ পত্রিকায় অধিকাংশ গল্পেই নারীদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তিনি । সেখানে 'দেনাপাওনা'র উত্তরকাণ্ডই হল 'হৈমন্তী'। পণের টাকা না পাওয়ায় নিরুপমাকে জীবনপণ করতে হয়েছিল। সেখানে নানাভাবে বিশ হাজার টাকা পণ দিয়েও হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীকে বাঁচাতে পারেননি। হৈমন্তীর শিক্ষাই সেখানে অশিক্ষার শিকার হয়ে ওঠে । গল্পটির শেষে গল্পকথক তথা হৈমন্তীর স্বামীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতাকে নিবিড় করে তুলেছেন। রামরাজত্বের মধ্যেই যে সীতার নির্বাসন লুকিয়ে ছিল,তাও তাতে বেরিয়ে আসে । বাবার নিষেধ অমান্য করে স্বামী হয়েও হৈমকে চিকিৎসা করে ভালো করতে না পারার কথা প্রসঙ্গে গল্পকথকের মুখে রবীন্দ্রনাথ রামরাজত্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তার তীব্র সমালোচনার অবকাশ রচনা করেছেন 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে । জানো তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে আমিও ছিলাম । আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন । আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।'

'হৈমন্তী' গল্পটি 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৯১৪-তে। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে লোকরঞ্জনের স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহিমান্বিত চরিত্রের প্রতি মেনে নেওয়ায় দ্বিধাবোধ জেগে উঠেছিল । এজন্য তিনি বারবারই সে বিষয়টির অবতারণা করে তাঁর বিরূপ মনোভাবকে আলোচনার পরিসরে নিয়ে এসেছেন । 'পঞ্চভূত'-এর মধ্যেও তার পরিচয় প্রকট । 'অপূর্ব রামায়ণ'-এ ক্ষিতি সেই সীতার বনবাসের কথা তুলে ধরে। সেখানে অগ্নিপরীক্ষাতে সীতার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠাও ধর্মশাস্ত্রের দলকে তুষ্ট করতে পারেনি। আর তাই 'প্রেম-নামক সীতাকে' 'শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা' নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আত্মত্যাগকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেননি,তা তাঁর সমালোচনা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমাজরক্ষার বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থে প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারণার কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । তাঁর 'আত্মশক্তি'র 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন 'রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র,দাম্পত্যপ্রেম,ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নতুন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।' সেক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জক মহিমা বিস্তার লাভ করলেও তা যে তাঁর মহৎ চরিত্রের পক্ষে আরোপিত সে বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন । মেনে নেওয়া ও মনে না নেওয়ার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট । 'পরিচয়'-এর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ রোল মডেল করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্যে নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও শূদ্রের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ তথা বর্ণবৈষম্যকে সমাজের স্বার্থে স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তা রবীন্দ্রনাথের মননে আরোপিত মনে হয়েছে । তাঁর কথায়'ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে ; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।'

স্বাভাবিক ভাবেই তাতে যে নারীদের প্রতি রক্ষণশীলতাজনিত অন্যায়-অবিচার থেকে শূদ্রদের প্রতি অমানবিক বর্ণবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে,রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে । সেদিক থেকে নিজেদের সুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তিকে ব্যবহার করে তাঁর মূল্যায়নকে যথাযথ ভাবে তুলে না ধরায় তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার করার আয়োজন চলে। শুধু তাই নয়,তাতে রবীন্দ্রনাথকে রামভক্ত করে তোলার প্রবণতায় ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির অবকাশ আরও বিস্তার লাভ করে,ঘনীভূত হয় । যে রবীন্দ্রনাথ 'সত্য রে লও সহজে'র পক্ষপাতী,সেই তাঁকেই নির্বিচারে ব্যবহারে অসত্যের সহজ শিকার করে তোলার প্রবণতা আসলে সত্যের অপলাপ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে অনেক কাল থেকে অসংখ্য মানুষের গুণে গুণান্বিত মূর্তিতে দেখেছেন। তার 'সাহিত্যের পথে'র 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে সেই সবগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে রামচন্দ্র 'আমাদের মনের মানুষ' থেকে 'সত্যমানুষ' বলে তুলে ধরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়।' মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায় মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ । সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন । রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উঁকি দেয় । সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয় । রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, ভাবা যায় ! সেদিক থেকে বৈষম্যপীড়িত রামরাজত্ব নয়, আমরা চাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ'সহ সব ধরনের বৈষম্যমুক্ত জনতার রাজত্ব যেখানে রবীন্দ্রনাথের ১৩১৭-তে 'রাজা' নাটকে ব্যবহৃত গানের ভাষায় 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে---'। কেননা তার উত্তরও দিয়েছেন কবি পরের লাইনে, 'নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে'। সম মানেই তো সম্মান মেলে। একে অন্যের প্রতি রাজায় রাজায় পারস্পরিক সম্মানবোধেই গণতন্ত্রের সৌরভের কথা কত সহজ ভাবেই না রবীন্দ্রনাথ আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভাবলেই শ্রদ্ধা আনত হয়। আমরা সেই সবাই রাজার স্বপ্নেই দেশের প্রজাতন্ত্রকে সাধারণতন্ত্র করে তুলেছি।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

— আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তুমি বুঝে ফেলেছ! — কি জানো — সব ধম৪ একবার করে নিতে হয়। — সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুঁটি সব ঘর না পার হলে কি চিকে উঠে? — ঘুঁটি যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

মণি — আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ — যোগী দুই প্রকার, — বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে — যার মনে এখনও শান্তি হয় না, তাকে বহুদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে — সে এক জায়গায় আসন করে বসে — আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায়, সে কেবল উদ্দীপনের জন্য।

''আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল — হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত — এ-সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় হায়দরাবাদ থেকে গ্রেপ্তার আরও ২ অভিযুক্তকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় হায়দরাবাদ থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল মালদা পুলিশ। এর আগে এই খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত জাকির শেখ সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল কালিয়াচক থানার পুলিশ। এরপরই কলকাতা এসটিএফ এবং তেলেঙ্গানা পুলিশের সাহায্য নিয়ে আরও দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কালিয়াচকে তৃণমূল কর্মী খুন এবং দলের দুই নেতার ওপর হামলার ঘটনায় সরাসরি যুক্ত রয়েছে ধৃতেরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম আব্দুল আলিম এবং জাবিউল মোমিন। ঘটনার ১০ দিনের মাথায় গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। ধৃত আব্দুল আলিমের বাবা জাকির শেখ তাকে এই খুনের মূল ষড়যন্ত্রী হিসেবে আগে গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ জানুয়ারি কালিয়াচক থানার নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোমিনপাড়া নয়াবস্তি এলাকায় গুলি করে মাথা থেঁতলে খুন করা হয় আতাউল হক (৫০) নামে এক তৃণমূল কর্মীকে। এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম হন নওদা যদুপুর তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সভাপতি বকুল শেখ এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলে নির্বাচিত সদস্য এসারুদ্দিন শেখ। এই হামলার ঘটনার পর প্রথমেই রেজাউল হক নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে গ্রেপ্তার করা হয় জাকির শেখকে। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতের নিয়ে জেরা করেই বাকি দুইজনের নাম জানতে পারে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচজনকে খুন এবং হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হায়দরাবাদ থেকে ধৃত দু'জনকে আনতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে চলছে দুয়ারে সরকার, মিলছে সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গোটা রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। নবম দফার এই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে যথেষ্ট সাড়া মিলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে। শনিবার এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা। জেলা প্রশাসনিক ভবনের আত্রেয়ী সভাকক্ষে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মণ্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৮১৪ টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে ১১৮৩ টি মূল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে এবং ৬৩১ টি মোবাইল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। 'লদীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্য সাথী' এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা কাউন্টারে লোক পরিষেবা নেওয়া জন্য উপস্থিত হচ্ছেন প্রতিদিন।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'সবমিলিয়ে ১০৩ টি জায়গায় ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে ৪২৪ টি ক্যাম্প আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্ত এলাকাগুলিতে বেশি করে পৌঁছতে।' জেলা শাসক আরো জানান, 'এবছর আমরা লক্ষ করছি গত বছরের মতো সবচেয়ে বেশি লক্ষীর ভাণ্ডার ক্যাম্পে আবেদন জমা পড়েছে। পাশাপাশি বার্ধক্য ভাতা ক্যাম্পেও অনেক লোক আসছেন।'

সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার নিয়ে সচেতনতা শিবির খানাকুলের অতুল বিদ্যালয়ে

মহেশ্বর চক্রবর্তী, আরামবাগ

ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতাদের কুর্নিশ জানিয়ে স্কুলে সংবিধান নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা ও সচেতনা শিবির। আরামবাগ মহকুমার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্কুল হল খানাকুলের রামনগর অতুল উচ্চ বিদ্যালয়। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, তাই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংবিধান ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই শিবিরে আরামবাগ মহকুমা আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ কান্তি রায়, আইনজীবী আমির হোসেন, আইনজীবী অরুণ রতন হাজরা, আইনজীবী সুকান্ত হালদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা ছিলেন। এই বিষয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী সুকান্ত হালদার বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে ভালো লাগল। তবে সমাজের প্রতি আমার কর্তব্য কী, সেটা জানাও খুব জরুরি। সেই জন্যই সংবিধান ও আইন জানা খুব প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে তৈরি হয়েছে অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস, ভেদাভেদের বাতাবরণ। এর দায় কার, তা নিয়ে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানিতে পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। এই অবস্থায় ভাবী নাগরিকদের সচেতন করা বেশি জরুরি। তাই স্কুলের এই উদ্যোগ সাধুবাদ যোগ্য বলে জানায় ওই স্কুলের এক অভিভাবক। সৌমাল্য মাইতি, এ সুজন নন্দীরা বলেন, স্কুলে আইনজীবীরা এসেছিলেন। সংবিধান নিয়ে আলোচনা হয়।

ওনাদেরকে আমরাও প্রশ্ন করে ছিলাম। ওনারা খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেন। খুব ভালো লাগল ভিন্ন স্বাদের এই রকম কর্মসূচিতে অংশ নিতে পেরে। অন্যদিকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র দিবস। স্বাধীনতা লাভের পর সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯৫০ সালের এই দিনই সংবিধান অনুযায়ী এই মহান দেশে শাসনকার্য শুরু হয়। সেই সংবিধান অনুযায়ী শিশুদের অধিকার, মহিলাদের অধিকার, পসকো এবং জুভেনাইল অ্যাক্ট, শিশুশ্রম মানব পাচার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি আইনি বিষয়ক সচেতনতা এবং সহায়তা বিষয়ক আলোচনা করা হয় বিশিষ্ট আইনজীবীদের উপস্থিতিতে। সবমিলিয়ে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা-সহ সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে স্কুলপড়ুয়াদের সচেতন করতে নতুন এই কর্মসূচিতে খুশি পড়ুয়ারা।

দিদি মাই ইনস্পিরেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: দলীয় নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় প্রথম শুরু হল 'দিদি মাই ইনস্পিরেশন' কর্মশালা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, ত্যাগ, সংবেদনশীলতার পাঠ দেওয়া হবে এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে। শনিবার মধ্যমগ্রামের দলীয় কার্যালয়ে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রায় ৫০ জন পদাধিকারীকদের নিয়ে এই কর্মশালা করেন বারাসাতের সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিনের কর্মশালায় কাকলি ঘোষ দস্তিদার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার মুখপাত্র সুনীল মুখার্জি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা, বারাসাত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। সাংসদ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নবীন প্রজন্মের নেতা কর্মীদের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের আদর্শ, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর ত্যাগের কথা জানানোর জন্যই দলীয় নির্দেশ মেনে এই কর্মশালা করা হচ্ছে। এই কর্মশালার মধ্যে দিয়ে নবীন তৃণমূল প্রজন্মকে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামের কথা জানানো পাশাপাশি সুবক্তা তৈরি করারই এই কর্মশালার লক্ষ্য। এদিন যেমন জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতাদের নিয়ে কর্মশালা করা হচ্ছে, তেমনই আগামী দিনে ব্লক, পঞ্চায়েত এলাকা ভিত্তিক কর্মশালা করা হবে বলে জানান কাকলি ঘোষ দস্তিদার। ছাত্র নেতা বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, জেলায় প্রথম এই কর্মশালা শুরু হল। আগামী দিনে ধাপে ধাপে এলাকা ভিত্তিক এই কর্মশালা করা হবে। যাতে দলনেত্রীর সংগ্রহ, তার উন্নয়নের কাজ সবাই জানতে পারে এবং তাদের বক্তব্য সেই সব প্রসঙ্গ উঠে আসে।

মিলে অশান্তির জেরে বন্ধ কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রমিকদের সঙ্গে পরিচালন পক্ষের অশান্তির জেরে কাজ বন্ধ করে দিল শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ঐতিহ্যবাহী অনন্তপুর জুটমিলে। জানা গিয়েছে, শুক্রবার কাজের সময় নিয়ে পরিচালন পক্ষের সঙ্গে অশান্তি হয় শ্রমিকদের। এরফলে শনিবার সকালের শিফটে কাজে আসা লোকজন কাজ বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকদের দাবি, ক্ষমা চাইতে হবে পরিচালন পক্ষকে। মিল কর্তৃপক্ষ আপাতত এই বিষয়ে বিবেচনা করছে বলে জানিয়েছে।

ফর্ম জি

লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড-কলকাতায় শেয়ার লেনদেনে নিযুক্ত -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	সিন সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড CIN : U74140WB2010PTC151309
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রুম নং ৮০৩বি, শাইলা টাওয়ার, ৯ম তল, জে১/১৬, ইপি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯৭
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	-
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	গত আর্থিক বর্ষে কোনও বিক্রি নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : linkpointadvisorycirp@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	৮ মার্চ ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট	১৩ মার্চ ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১২ এপ্রিল ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	linkpointadvisorycirp@gmail.com

স্বা/-
বিষ্ণু কুমার তুলসিয়ান
প্রস্তাব পেশাদার
লিংকপয়েন্ট অ্যাডভাইসরি প্রাইভেট লিমিটেড বিষয় সম্পর্কিত
রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01428/2019-20/12525
ঠিকানা : পি-২, নিউ সিআইটি রোড ইউনিট নং ২১০, কলকাতা - ৭০০০৭৩

তারিখ : ২৫.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
ঘোষপাড়া শাখা, সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া, পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২২৭যোগাযোগ নং -০৩৩-২৬৭১৪০২৯ , ইমেইল: ghoshpara@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ২৮.০২.২০২৫ তারিখে ই-অকশন

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬)-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রি বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে বন্ধক দেওয়া/দায়বদ্ধ, যার গঠনমূলক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'' এবং ''যেখানে যা কিছুই থাক'' ভিত্তিতে **২৮.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ এর প্রাপ্য পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্ন বর্ণিত বিশদ অনুসারে।

ক্র.নং.১. ক.১. মেসার্স বিউটি ওয়ার্ল্ড (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী দেবাশীষ গুহ উত্তর ঘোষপাড়া নিশ্চিন্দা, পোস্ট ও-ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া- ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। **২. শ্রীমতী মিনতি গুহ (জামিনদার)** উত্তর ঘোষপাড়া নিশ্চিন্দা, পোস্ট ও-ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া- ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। খ.১. শ্রী দেবাশীষ গুহ, উত্তর ঘোষপাড়া নিশ্চিন্দা, পোস্ট ও-ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, বালি, হাওড়া- ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। ২. শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ডিসি নিয়োগী রোড নর্থ, ঘোষপাড়া, বালি, জগাছা, হাওড়া-৭১১২২৭, পশ্চিম বঙ্গ। **মোট বকেয়া- ১২.০১.২০২৫ অনুযায়ী ৫৫,৪১,৪৯৭.১৩** (পঞ্চান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা তেরো পয়সা মাত্র) সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা ১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ আনুমানিক ১৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ৯৩৩ বর্গফুট অর্থাৎ ২/৩ অংশ জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং অংশ ১৪০০ বর্গফুট কমবেশি জি-২ বসবাসের ভবন অবস্থিত জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬৯৬২, আরএস খতিয়ান নং ৩৭৫, এলআর দাগ নং ২৩৭৫৮, উত্তর ঘোষপাড়া, মৌজা : বালি, পো : ঘোষপাড়া, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া ৭১১২২৭। বসবাসের ভবন **শ্রীমতি মিনতি গুহ এর নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ৩৬,৮৫,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ৩,৬৮,৫০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ আনুমানিক ৪৫২ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কম বেশি অবস্থিত জি-২ একতলায় (দক্ষিণ পূর্ব দিকে) এবং গ্যারাজ নং জি-৫ একতলায় জি-৩ তলা ভবনে সাধারণভাবে ব্রিজভিউ অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত নির্মিত জমির পরিমাণ আনমানিক ৬ কাঠা ১৯ বর্গফুট কম বেশি অবস্থিত জেএল নং ১৪, আরএস নং ১৭৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৭৭০, আরএস দাগ নং ৯৬৬০-৯৬৬২, ৯৭৮২, ৯৬৫৮, হোল্ডিং নং ১১, জিটি রোড, থানা এবং পো. বালি পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১, বালি পুরসভা অধীন বর্তমান ওয়ার্ড নং ৫১ এইচএমসি অধীন জেলা হাওড়া পিন কোড - ৭১১২০১, **শ্রী দেবাশিস গুহর নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ২৮,১৫,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ২,৮১,৫০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

ক্র. নং. ২.১.মেসার্স গঙ্গোত্রী কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী রাম আশীষ সিং, ঠিকানা-বালি, ১৩ সাপুইপাড়া, থানা-নিশ্চিন্দা, হাওড়া- ৭১১০০১। এছাড়াও, ৫৫, অমৃত নগর, সাপুইপাড়া নিশিন্দা, বালি বীরপুর সাপুইপুরা, ইরিয়া ,হাওড়া-৭১১০২৬ ২) **শ্রীমতী সুনিতা সিং** (স্বামী-শ্রী রাম আশীষ সিং) **(জামিনদার),** ৪৯/৫/২ই/এইচ৩, কার্ল মার্কস সরণি, পোস্ট-খিদিরপুর, সাউথ পোর্ট থানা, কলকাতা-৭০০০২৩। মোট বকেয়া- **৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী ১৫,২৫,৬১৬.৫৮ টাকা (পনের লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শো ষোল টাকা এবং আটান্ন পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত সিমেন্ট সিমেন্ট মেঝের দোকান নং ৩ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ প্রায় ৪৩২ (চারশত বত্রিশ) বর্গফুটবা সমন্ন কমবেশি, যার মধ্যে ২০% সুপার বিল্ট-আপ এলাকা রয়েছে, সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ এলাকার আনুপাতিক শেয়ার, মৌজা বালি তে অবস্থিত, জে এল নং ১৪, যা খতিয়ান নং ৮৬৫৯-এর অধীনে আরএস দাগ নং ৭৬৩৪, এলআর দাগ নং ২৪৮২৫-এর সাথে সম্পর্কিত, বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে সাপুইপাড়ায় অবস্থিত, থানা-নিশ্চিন্দা (পূর্বে বালি), জেলা-হাওড়া, পিন কোড নং-৭১১২২৭, জেলা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার কার্যালয়ের এখ তিয়ারের মধ্যে, জমির দক্ষিণ দিকে প্রধান রাস্তা ব্যবহারের অধিকার সহ **শ্রী রাম আশীষ সিং-এর নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ২০,১৫,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ২,০১,৫০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

ক্র. নং. ৩. ১.মেসার্স আরএস ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী-শ্রী সুদীপ রায়, রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ নেতাজি ব্যামাগড় ক্লাবের কাছে, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা- নিশিন্দা, হাওড়া- ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। **২.শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা রায় (জামিনদার)** স্বামী- শ্রী সুদীপ রায়, রবীন্দ্র সরণি দক্ষিণ নেতাজি ব্যামাগড় ক্লাবের কাছে, পোস্ট-ঘোষপাড়া, থানা- নিশিন্দা, হাওড়া- ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ। **মোট বকেয়া- ৩১.১২.২০২৪ অনুযায়ী ২১,৭৩,৫৭৮/- টাকা (একুশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার পাঁচশো আটাশ টাকা মাত্র)** সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা নং ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর পশ্চিম দিকে) পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১২৫ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় (জি-১) তলা ভবনে পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬ অধীন রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ) মৌজা - বালি জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৩৯৩/বি আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা - নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি) জেলা - হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা হাওড়া পিনকোড - ৭১১২২৭ দোকান **সুদীপ রায়ের নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ৪,৭১,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ৪৭,১০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর দিকে) পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৩৬ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় (জি-১) তলা ভবনে পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬ অধীন রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ) মৌজা - বালি জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৩৯৩/বি আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা - নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি) জেলা - হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা হাওড়া পিনকোড - ৭১১২২৭ পশ্চিমবঙ্গ। দোকান **সুদীপ রায়ের নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ২,০৫,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ২০,৫০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

দফা ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক দোকান (উত্তর দিকে) পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১৮২ বর্গফুট অবস্থিত একতলায় (জি-১) তলা ভবনে পঞ্চায়েত হোল্ডিং নং ১৫৪৬ অধীন রবীন্দ্র সরণি (দক্ষিণ) মৌজা - বালি জেএল নং ১৪, এলওপি নং ৩৯৩/বি আরএস দাগ নং ৩২৭৬, থানা - নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি) জেলা - হাওড়া, স্থানীয় নিশ্চিন্দা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা হাওড়া পিনকোড - ৭১১২২৭। দোকান **শর্মিষ্ঠা রায়ের নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ৫,৭৬,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ৫৭,৬০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

ক্র. নং. ৪.১) শ্রী শৈবাল কুমার রায় পিতা-, প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর রায়, খনা জংশন, কিশোরকোনা গাসি -২, বর্ধমান-৭১৩১৪১, **(২) শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি (জামিনদার),** পিতা-তারকনাথ চ্যাটার্জি, ১শিবনারায়ণ রোড উত্তরপাড়া, কোতরং মিউ উত্তরপাড়া, পিন-৭১২২৫৮. মোট **বকেয়া- ২১.১২.২০২৪** অনুযায়ী **১২,৩৬,৪৮২.৫৬ টাকা (বারো লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশ বিরাশি টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা মাত্র)** সেইসঙ্গে তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৪, দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহুতল ভবনে সংশ্লিষ্ট নির্মিত ৪ কাঠা ১ ছটাক ১৭ বর্গফুট মকারারি মৌরাসি বাস্তু জমিতে (জি-৪) বহুতল নবনির্মিত কাঠামো আরএস দাগ নং ৭০৮৮/২১০১৯, আরএস খতিয়ান নং ৭১৩১, মৌজা - বালি, থানা - নিশ্চিন্দা (বালি) জেএল নং ১৪ অবস্থিত উত্তর ঘোষপাড়া বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা হাওড়া, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস - হাওড়া উক্ত ফ্ল্যাটের পরিমাণ আনুমানিক ৪৩৪ বর্গফুট কম বেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ। সংশ্লিষ্ট জমি জেলা সাব-রেজিস্ট্রার এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া অধিক্ষেত্রে **শৈ শৈবাল কুমার রায়ের নামে।**

সংরক্ষিত মূল্য ৮,২৪,০০০/- টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০%) ৮২,৪০০/- টাকা	বিড বর্ধিত মূল্য ২৫,০০০/-টাকা

সম্পদ পরিদর্শন	২৭.০২.২০২৫ থেকে ২৬.০২.২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় এবং আবেদনপত্র	তারিখ- ২৬.০২.২০২৫ সময়- বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	ই-অকশনে **https://bankauctions.in** পোর্টালের মাধ্যমে ২৮.০২.২০২৫ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটি ১০ মিনিটের অসীমায়িত বৃদ্ধির সঙ্গে নিলাম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম	অ্যাকাউন্ট নং- ১১০১৩৫১০০০০০৯৭৩ আইএফএসসি কোড- KVBL0001101। অ্যাকাউন্টের নাম - সারফেইসি-র বিড কালেকশন অ্যাকাউন্ট ই-অকশন প্রসিডস - অ্যাকাউন্টের নাম
যোগাযোগকারী ব্যক্তি এবং ফোন নং-	শিবাজি দাস মহাপাত্র -৮৩৩৬৯৭২৮৫৯/০৩৩-২৬৭১৪০২৯ শেখ শাহনওয়াজ উদ্দিন -৯০৫১৬৫০৬৮৬ ইমেল- ghoshpara@kvbmail.com

বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য দেখুন আমাদের ব্যাঙ্কের/জামিনযুক্ত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.kvb.co.in/Property Under Auction-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, এবং পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজারের ওয়েব পোর্টাল https://bankauctions.in-এও দেখুন।

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিস

ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে উপরিবর্ণিতমতো তাঁদের বকেয়া সেইসঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ ই-অকশনের তারিখের আগে আদায় দিতে, নতুবা নির্ধারিত তপশীল সম্পত্তি নিলাম/বিক্রি হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া যদি থাকে সুদ এবং খরচা-সহ উসুল করা হবে।

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

তারিখ : ২১.০১.২০২৫
স্থান-: ঘোষপাড়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ১. শ্রীমতি দীপান্বিতা দাস (ঋণগ্রহীতা /বন্ধকদাতা),** স্বামী দীপঙ্কর দাস ঘাসিয়াড়া, মধ্যপাড়া, পো এবং থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৫০। **আরও ঠিকানা :** ঊষা গোপাল অ্যাপার্টমেন্ট, বি২৫, দোতলা, ওয়ার্ড নং ১২,নতুনপল্লি (পূর্ব), রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৫০। **২. শ্রী দীপঙ্কর দাস (সহ ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** পিতা প্রয়াত বিপিন দাস, ঘাসিয়াড়া, মধ্যপাড়া, পো এবং থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৫০। **আরও ঠিকানা :** ঊষা গোপাল অ্যাপার্টমেন্ট, বি২৫, দোতলা, ওয়ার্ড নং ১২, নতুনপল্লি (পূর্ব), রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা, থানা : সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০১৫০। **এ/সি নং : ৫০৫১৩১৩৪৭৯১ (এইচএল) খ) সোনারপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২বিএইচকে ফ্ল্যাট নং বি-২৫, ব্লক বি, ২য়তলে,নতুনপল্লি সেন্ট্রাল রোড মুখী পরিমাণ ১০৫৬ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট,এক ব্যালকনি, পশ্চিম দিকে ২য় তলে, ভবনের এবং অবিভক্ত সম্পত্তি যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত প্রেমিসেসে জি-৩ তলা বসবাসের ভবন তথা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত মৌজা : সোনারপুর, হোল্ডিং নং ৫৯৮, নতুনপল্লি পূর্ব, থানা সোনারপুর, কলকাতা ৭০০১৫০, জেএল নং ৩৯, পরগনা : মেদানমোল্লা, আরএস দাগ নং ১৬৯০,১৬৯১,১৬৯২, ১৭০১ এবং ১৭০২, আরএস খতিয়ান নং ১৩৫, ৪৬০, ৪৬২, ৫৮৩, এবং আরএস খতিয়ান নং ১০৮৯, খতিয়ান নং ২৪১ থেকে জের, জি-৩ ভবন নাম ঊষা গোপাল অ্যাপার্টমেন্ট, এডিএসআরও -সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৬০৮০০২৭৯-২০২০ সালের, **শ্রীমতি দীপান্বিতা দাস এবং দীপঙ্কর দাসের নামে।**	**ক) ২৯.১২.২০২৪ খ) ০২.০১.২০২৪ গ) ২০,৬৯,৩১১.০০ টাকা** (কুড়ি লাখ উনসত্তর হাজার তিনশ এগার টাকা) **০১.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং ০২.০১.২০২৫ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত
২	**ক) ১. শ্রী জয় প্রকাশ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** রাইনগর, পূর্বাশা পার্ক, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৪৭। **আরও ঠিকানা :** ২৪৭ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, সিআইটি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ১৩, ব্লক -৫, থানা : যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩৩। **২. শ্রীমতি নির্মলা দেবী মন্ডল (সহ ঋণগ্রহীতা)** রাইনগর, পূর্বাশা পার্ক, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৪৭। **আরও ঠিকানা :** ২৪৭ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, সিআইটি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট নং ১৩, ব্লক -৫, থানা : যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩৩। **এ/সি নং : ২০৩৯০৮১০৮৯৪ (এইচএল)। খ) রানিকুঠী শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা (কমবেশি) মৌজা : রানিয়া, দাগ নং ৯০৬, খতিয়ান নং ১৮৮, পরগনা:মাগুরা, থানা : সোনারপুর,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএস নং ২৪৭, জেএল নং ৬২, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫১, দলিল নং ৭৮৫৮-১৯৯৪ সালের, অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার -৪, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : অংশ আরএস দাগ নং ৯০৬, পূর্বে : অংশ আরএস দাগ নং ৯০৬, পশ্চিমে : অংশ আরএস দাগ নং ৯০৬ **(স্বত্বা : শ্রীমতি রানু দত্ত)।**	**ক) ৩০.১২.২০২৪ খ) ০২.০১.২০২৪ গ) ৩,১৫,৮৮১.০০ টাকা** (তিন লাখ পনের হাজার আটশ একাশি টাকা) **০১.০১.২০২৫** অনুযায়ী এবং ০২.০১.২০২৫ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত
৩	**ক) ১. শ্রীমতি মিতা নস্কর** স্বামী প্রয়াত অমরেশ নস্কর **জামিনদাতা এবং ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী অমরেশ নস্করের আইনি উত্তরাধিকারী।** প্রযত্নে নন্দ গোপাল নস্কর, গ্রাম দক্ষিণ শাসন, পো : শিকড়বল্লি, থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৮৭। **২. শ্রীমতি অনন্যা নস্কর** পিতা প্রয়াত অমরেশ নস্কর, **ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী অমরেশ নস্করের আইনি উত্তরাধিকারী,** প্রযত্নে নন্দ গোপাল নস্কর, গ্রাম দক্ষিণ শাসন, পো : শিকড়বল্লি, থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৮৭। **৩. শ্রীমতি অন্বেষা নস্কর (অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক অভিভাবিকা শ্রীমতি মিতা নস্কর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী),** পিতা প্রয়াত অমরেশ নস্কর **ঋণগ্রহীতা প্রয়াত শ্রী অমরেশ নস্করের আইনি উত্তরাধিকারী (স্বাভাবিক অভিভাবিকা শ্রীমতি মিতা নস্কর কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী),** প্রযত্নে নন্দ গোপাল নস্কর, গ্রাম দক্ষিণ শাসন, পো : শিকড়বল্লি, থানা : বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৮৭। **এ/সি নং : ৫০২৮৭০৪৯৬০৫ এবং ৫০৩১১৫৩৪৩৭০ (এইচবিএল) খ) সুবুদ্ধিপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক ৪ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন, দাগ নং ৩০১০, ৩০০৪। ৩০১৩, এবং ৩০১৪, হাল খ তিয়ান নং ১৮০২, ১৮০৩, জেএল নং ৬৬, তৌজি নং ১১৯, মৌজা: শাসন, পরগনা : মাগুরা, গ্রাম শিকড়াবল্লি, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল নং ৪১৪৬ তারিখ ২৬.০৬.২০০২ অনুযায়ী অধিগৃহীত, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বারুইপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭০, পৃষ্ঠা ৩৯-৪৪, **শ্রী অমরেশ নস্কর,** পিতা নন্দ গোপাল নস্কর এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুদাম নস্করের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সুন্দর নস্করের সম্পত্তি, পূর্বে : সুবল নস্করের সম্পত্তি, পশ্চিমে : গৌর নস্করের সম্পত্তি।	**ক) ০৬.১২.২০২৪ খ) ৩১.১২.২০২৪ গ) ৭,১৫,৭৬০.০০ টাকা** (সাত লাখ পনের হাজার সাতশ ষাট টাকা) **৩০.১২.২০২৪** অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত
৪	**ক) ১. শ্রী অরুণ সিংহ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা শ্রী সন্তোষ সিংহ, উত্তর খাসদা, পো : ধানগাঁও, থানা:কাঁথি, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১৪০১। **আরও ঠিকানা :** ১৮এ, সোদপুর রোড, আগমনী অ্যাপার্টমেন্ট, প্রগতি সংঘ ক্লাবের নিকট,কলকাতা : ৭০০০৮২। **আরও ঠিকানা :** একতলা, ফ্ল্যাট ১-বি, পি১২৭ (১৭০), মোতিলাল গুপ্ত রোড, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৮২। **এ/সি নং ৫০৪৭২২২৪৮০৬ (এইচবিএল)। খ) সুবুদ্ধিপুর শাখা।**	ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫৫০ বর্গফুট একতলা অবস্থিত দাগ নং ১০৫ (অংশ), সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ৩১২, মৌজা : সায়েদপুর, পরগনা : মাগুরা, আরএস নং ১৯৩, তৌজি নং ২৩, জেএল নং ১২, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৭০, মোতিলাল গুপ্ত রোড, ডাক ঠিকানা : পি-১২৭, মোতিলাল গুপ্ত রোড, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৮২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা, কে এম সি ওয়ার্ড নং ১২২ অধীন, অ্যাসেসি নং ৪১১২২০৮০১৩৩৪, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৬০২০৩৭১১-২০১৯ সালের তারিখ ১৫.০৫.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত **শ্রী অরুণ কুমার সিংহ এর নামে। চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : রবীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি এবং অন্যান্যর ভবন, দক্ষিণে : অলোক দাসের ভবন, পূর্বে : ১২ সড়ক, পশ্চিমে : দাগ নং ১১৪ (অংশ)।	**ক) ২৯.১২.২০২৪ খ) ৩১.১২.২০২৪ গ) ১২,৪০,১৫৩.০০ টাকা** (বারো লাখ চল্লিশ হাজার একশ তিপান্ন টাকা) **৩০.১২.২০২৪** অনুযায়ী এবং ৩১.১২.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত
৫	**ক) ১. মেসার্স সিউলি এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী : শেখ সামিম আখতার মুফতি** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **২. শেখ সামিম আখতার মুফতি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা সিরাজউদ্দিন মুফতি, গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **৩. সিরাজউদ্দিন মুফতি ওরফে দৌলত হক মুফতি (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা)** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **৪. মুফতি সাবিলা বিবি (জামিনদাতা)** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **৫. সাইনাজ মুফতি, (জামিনদাতা)** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **৬. সামসুল হক মুফতি (বন্ধকদাতা)** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **৭. ফজলুল হক মুফতি (বন্ধকদাতা)** গ্রাম : পাইকপাড়া, পো : উত্তর রাইপুর, থানা : বজ বজ, কলকাতা : ৭০০১৩৭। **এ/সি নং : ৫০৪০৯৩২০৮২২ (সিসি) এবং ৭১৫৬০০৮২৯৬ (জিইলিএলএস) খ) বজ বজ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ কমবেশি ৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাইপুর, জেএল নং ১৫, আরএস দাগ নং ৩৪৩৬, এলআর দাগ নং ৪০৭১, খতিয়ান নং ২০৯২,গ্রাম : পাইকপাড়া, থানা : বজ বজ, উত্তর রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৯, পৃষ্ঠা ২১৫ থেকে ২১৭, দলিল নং ৫৩১ -১৯৬৭ সালের, **সম্পত্তি সামসুল হক মুফতি, ফজলুল হক মুফতি এবং সিরাজউদ্দিন মুফতি ওরফে দৌলত হক মুফতি এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে : পূজালি ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে : দাগ নং ৫১/১১৪৬, পশ্চিমে : সরজু সিংহ এর সম্পত্তি এবং সড়ক।	**ক) ১৩.১১.২০২৪ খ) ০৫.১২.২০২৪ গ) ২৩,৩৪,৫৬৫.০০ টাকা** (তেইশ লাখ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশ পঁয়ষট্টি টাকা) **৩০.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং ০১.১২.২০২৪ থেকে উপরোক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ পুনরাদায়ের তারিখ পর্যন্ত

তারিখ : ২৬.০১.২০২৫/স্থান : কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

পুলিশের উদ্যোগে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: না বলতে শেখো, গর্জে ওঠো, অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে শেখো, কোনও বিপদ মনে করলে যোগাযোগ কর পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে। এদিন বর্ধমান কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচিতে উপস্থিত বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কাছে এমনই কথা বললেন পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস।

স্বয়ংসিদ্ধা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এক কর্মসূচি যে কর্মসূচিতে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে শিশু মহিলাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক বিষয় থেকে সচেতন করতে এক কর্মসূচি। যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, মানব পাচার, সাইবার অপরাধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়, কখনও সেটা প্রকাশ হচ্ছে কখনও প্রতিবাদ হচ্ছে অথবা কখনও সেটা সমাজের চাপে বা পরিবারের চাপে নীরব থেকে যাচ্ছে যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

এ বিষয়ে কবিতা দেবী পড়ুয়াদের উদ্দেশে বলেন, 'বাড়িতে ঘটে চলা যে সমস্ত অপরাধ পরিবারের মানুষদের কাছ থেকে আসে তোমরা প্রতিবাদ করো যদি মায়ের ওপর অত্যাচার করতে দেখো অথবা হতে দেখো তোমরা গর্জে ওঠো, ভালো স্পর্শ খারাপ স্পর্শ চিনে নিতে শেখো যেটা নিজের পরিবার থেকেও আসতে পারে বাইরের জগত থেকেও আসতে পারে সচেতন থাকতে হবে নিজেদের। কোনও প্রলোভনে যেন পা না দেওয়া হয়। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে স্বয়ংসিদ্ধা বিষয়ক একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র প্রজেক্টরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রশ্ন করা হয় যদি তোমাদের কোন সমস্যা থাকে তোমরা সেই জায়গায় এগিয়ে এসে বলতে পারো। নিজেরা প্রতিবাদ করে অথবা পরিবারের কাছে অথবা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে বলতে পারো যদি সেখানে মনে হয় পুলিশ সব সময় পাশে আছে।' পূর্ব বর্ধমান জেলার মহিলাদের জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে চালু হয়েছে বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন অপরাধমূলক বিষয় যা নিয়ে মহিলারা সমস্যায় পড়ে তাদের জন্য পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে পানাগড় স্টেশনে পুলিশের নিরাপত্তায় প্রশ্ন!

সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা

আজ প্রজাতন্ত্র দিবস। আর শনিবার পানাগড় স্টেশনে ধরা পড়ল রেল পুলিশের ঢিলেঢালা নিরাপত্তা! নেই রেল পুলিশের কোনও নজরদারি, কোনও তল্লাশি। যখন প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন সারা দেশজুড়ে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, চলছে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন সহ গুরুত্ব পূর্ণ মোড় ও বাস স্ট্যান্ডগুলিতে কড়া নজরদারি, তখন কোনও রকম নজরদারি নেই পানাগড় স্টেশনে রেল পুলিশের। সকাল গড়িয়ে বিকেল হলেও কোনও নজরদারির ছবি ধরা পড়েনি বলে দাবি যাত্রীদের।

পানাগড়ের অনুরাগপুরের বাসিন্দা সরিত ধর বলেন, পানাগড় স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন। একদিকে পানাগড় সেনা ছাউনি অন্যদিকে পানাগড় বায়ুসেনা ছাউনি। তারই মাঝে অবস্থিত পানাগড় স্টেশন। যা ইতিমধ্যে অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায়। তিনি পানাগড় থেকে মানকর যাবেন টিকিট কেটে স্টেশনে ঢুকে কোনও রকম নিরাপত্তার দৃশ্য দেখতে পাননি। রাত পোহালেই প্রজাতন্ত্র দিবস, সন্ত্রাসবাদীদের কাছে নাশকতামূলক ঘটনা ঘটানোর জন্য বিশেষ এই দিনটিকে বেছে নেয় তারা। তার আগে ঢিলেঢালা নিরাপত্তার দৃশ্য কাম্য নয়।

পানাগড় রেল পাড়ের বাসিন্দা তথা কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পুরব ব্যানার্জি জানিয়েছেন,তিনি টিকিট কেটে মানকর যাবেন দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু পানাগড় স্টেশনে এসে তিনি অবাক হয়ে যান যে, স্টেশনে বিন্দুমাত্র কোনও নিরাপত্তা নেই। যেখানে রাত পোহালেই প্রজাতন্ত্র দিবস তার আগে নিরাপত্তার কোনও উদ্যোগ নেই রেল পুলিশের। নিরাপত্তার অভাবেই দেশে একের পর এক সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটে আসছে। আর ২৬ জানুয়ারির আগের দিন পানাগড় স্টেশনে নিরাপত্তার গাফিলতি দেখে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, যাত্রীদের জীবন নিয়ে এরা ছিনিমিনি খেলছে। অন্তত রেল পুলিশের পক্ষ থেকে ওভারব্রিজের দুই মুখে নজরদারি রাখা উচিত ছিল।

রেল পুলিশের এই ঢিলেঢালা নিরাপত্তার ছবি তুলতে স্টেশনে যেতেই তেড়ে আসেন দুই রেলপুলিশের কর্মী। তাঁরা রীতিমতো সাংবাদিকদের লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। এছাড়াও স্টেশন থেকে বার করে দেওয়া হয় সকলকে। বলা হয় অনুমতি নিয়ে সাংবাদিকদের স্টেশনে ঢুকতে হবে। নচেৎ ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাধ্য হয়ে সাংবাদিকরা নিয়ম মেনে টিকিট কেটে প্লাটফর্মে ঢোকে। পরে এই বিষয়ে আসানসোল ডিভিশনের পিআরওকে ফোনে বিষয়টি জানানো হলে তিনি সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেন, খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

বেআইনি ভাবে গাড়ির চেচিস নম্বর পানচিংয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনি ভাবে গাড়ির চেচিস নম্বর পানচিং করে বদলানোর সময় কাঁকসা থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল ৩ জন। ধৃত ৩ জন পানাগড়ের বাসিন্দা সোনু জয়সওয়াল, অঙ্গত জয়সওয়াল ও গৌতম কুমার।

কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে কাঁকসা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় পানাগড় বাইপাসের কাছে। সেখানে একটি লরির চেচিস নম্বর পানচিং করে বদলানোর কাজ চলছিল। একই নম্বর প্লেটের দু'টি লরির চেচিস নম্বর একই থাকায় পুলিশ ৩জনকে হাতেনাতে ধরে। ৩জনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে মহকুমা আদালতের বিচারক ৩জনকে ৩দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। আটক করা হয় লরিটিকেও। ওই লরিটিকে বিহার থেকে আনা হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পারে। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় ওঠে বিভিন্ন মহলে। পানাগড়ের বাসিন্দারা বলেন, পানাগড় বাজারের যে একটা সুনাম ছিল সেই সুনাম এই সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের জন্য নষ্ট হচ্ছে। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পানাগড়ের কয়েকজন বাসিন্দার অভিযোগ, পানাগড় বাজারে বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে লোহার ব্যবসা। সেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বাইরে থেকে চোরাই গাড়ি এনে লোহার দরে বিক্রি করে দেয়। মাঝে মাঝে ধরপাকড় হয়। অনেকবার অনেকে গ্রেপ্তারও হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবসা বন্ধ হয়নি। বরং প্রশাসনের নজর এড়িয়ে রমরমিয়ে চলছে আনাচে কানাচে। কখনও বাইরে থেকে চোরাই গাড়ি এনে কাটাই করে দেওয়া হচ্ছে আবার কখনও বাইরে থেকে গাড়ি এনে চেচিস নম্বর পানচিং করে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই অসাধু কারবার রুখতে প্রশাসনের সঙ্গে লোহা ব্যবসায়ীদের অনেকবার বৈঠকও হয়। ঠিক হয় লোহা কারবারিদের যে সংগঠন আছে তাদের না জানিয়ে কোনও গাড়ি কাটাই হবে না। কিন্তু তাতেও আইনের ফাঁকে অসাধু কাজ করে চলেছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা বলে অভিযোগ।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই লোহা ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি অরুণ কুমার সিং দাবি করেন, বাইরে থেকে অনেক গাড়ি আসে মেরামতের কাজ করতে। কারও গাড়ি পুরানো হয়ে গেলে তারা নম্বর অন্যজনকে দিয়ে দেয় বা বিক্রি করে দেয়। এখানে কী করা হচ্ছিল সেটা খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে।

এবার বাঘের আতঙ্ক বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুরুলিয়ার জঙ্গলের পর এবার বাঘের আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে। দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ ব্লকের বাগড়ুবি গ্রামের রাস্তায় দেখা গেল একাধিক বড় কোনও অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ।

গ্রামবাসীরা পায়ের ছাপগুলি দেখে মনে করছেন, সম্ভবত বাঘের পায়ের ছাপ হতে পারে। কারণ এত বড় জন্তুর পায়ের ছাপ এলাকায় আগে কোনও দিন দেখা যায়নি বলে গ্রামবাসীদের দাবি। গ্রামের যাতায়াতের কাচা রাস্তা জুড়ে রয়েছে ওই ছাপগুলি। পায়ের ছাপগুলি পরপর গিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বন দপ্তরের পক্ষ থেকে পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি পায়ের ছাপগুলিকে ডালপালা দিয়ে যত্ন করে ঢেকে রাখা হচ্ছে। পায়ের ছাপগুলির বিষয়ে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে সঠিক তথ্য জানানো হয়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত বন দপ্তরের আধিকারিকরা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে পায়ের ছাপগুলি দেখে গ্রামবাসীরা যথেষ্টই আতঙ্কিত। বাড়ির গৃহপালিত পশু বাড়ির গোয়ালে বেঁধে রেখেছেন বলে গ্রামবাসীদের দাবি।

জাতীয় ভোটার দিবসের দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসকের হাতে সেরা 'জেলা নির্বাচন আধিকারিকের (ডিইও) সম্মান তুলে দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ড মনোজ পান্থ। শনিবার ভাষা ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য সচিবের কাছ থেকে পুরস্কার ও সম্মাননা গ্রহণ করেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। মূলত ভোটারদের পদ্ধতিগত শিক্ষা এবং নির্বাচনী অংশগ্রহণ (এসভিইইপি) ও অভিনব সচেতনতার প্রচারে কাজের জন্য জেলাশাসকের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় ভোটার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'জাতীয় ভোটার দিবস' পালিত হলো। বাঁকুড়ার রবীন্দ্র ভবনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সাধারণ নকুল চন্দ্র মাহাতো। এদিন জাতীয় ভোটার দিবসের মঞ্চ থেকে নতুন ভোটারদের হাতে ভোটার আইডি কার্ড তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বিগত নির্বাচন গুলিতে দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচনী কাজ করার জন্য কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়।

জ্বলজ্বল চোখ, মুখে মাস্ক হাতে রামদা, আতঙ্ক কালনায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনার বৈদ্যপুর রথতলায় বেশ কিছুদিন আগেই ভূতের আতঙ্কে সন্ধ্যা নামতেই শুনশান হয়ে যাচ্ছিল পাড়া। কিছুদিন না কাটতেই আবার এক নতুন আতঙ্ক হাজির কালনার নিউ মধুবন এলাকায়। নিউ মধুবন এলাকার মানুষজনের দাবি, জ্বলজ্বল করছে চোখ, মুখে মাস্ক, হাতে রয়েছে ধারালো রামদা, পরনে রয়েছে কখনও সাদা পোশাক বা কখনও কালো পোশাক। কালনার স্টেশন লাগোয়া নিউমধুবন এলাকার মানুষ এখন নতুন এই আতঙ্কে ভুগছেন। সন্ধে নামতেই এলাকা শুনশান হয়ে যাচ্ছে। ঘর থেকে বার হতেও ভয় পাচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। পুরুষ মহিলারা আতঙ্কে সারারাত প্রায় জেগেই থাকছে।

এলাকাবাসীর দাবি, বেশ কিছু দিন ধরে একটি ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে হাতে মুখে মাস্ক পরে চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, হাতে একটি ধারালো রামদা নিয়ে মানুষকে তাড়া করছে। কারও বাড়ির দরজা ধাক্কাচ্ছে, আবার কখনও অন্ধকার জায়গা দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, কোনও বাচ্চা দেখলে তাড়া করছে, বাচ্চারা ভয় পেয়ে জ্ঞান হারাচ্ছে। নিউ মধুবন এলাকার যুবকরা সারা রাত জেগে পালা করে এলাকা পাহারা দিচ্ছেন। এলাকার অনেক মানুষ ধরার চেষ্টাও করছেন ওই আগন্তুক ব্যক্তিকে, কোনও মতেই ধরা যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় দশ বারো দিন ধরে এই একই ঘটনা ঘটে চলেছে কালনার নিউ মধুবন এলাকাতে। কেউ কেউ প্রশাসনের হস্তক্ষেপেরও দাবি করেছেন। তবে এখন দেখার এই বিষয়ে প্রশাসন কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে চুঁচুড়ায় নতুন ভোটারের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য।
ছবি: বনস্পতি দে

বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার অভিনব উদ্যোগ

দুয়ারে সরকারে হাজির খুদে বর-কনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: সাজগোজ করা খুদে বর-কনে হাজির দুয়ারে সরকার শিবিরে। তবে এটি কোনও বিয়ের আসর নয়, বরং বাল্যবিবাহ রোধে সচেতনতার এক অভিনব উদ্যোগ। রাজ্যের নবম 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। যেখানে ৩৭টি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা নিতে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে শুরু করে আধার সংশোধন, বিদ্যুতের বিল এবং ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের মতো বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক সাড়া পড়েছে এবারও। কিন্তু পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের শসঙ্গা অঞ্চলের দুয়ারে সরকার শিবিরে উপস্থিত সকলে বিস্মিত। কারণ সেখানে হাজির হয়েছে সুসজ্জিত দুই খুদে বর-কনে। কথায় কথায় জানা যায়, তারা বাল্যবিবাহ রোধে প্রচারের অংশ। শিশুকালেই বিয়ে কতটা ক্ষতিকর এবং শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে জীবন কতটা পিছিয়ে যায়; এই বার্তাই ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের নিয়ে এই উদ্যোগ। আগামী প্রজন্মের সুনাগরিক হয়ে ওঠার পথে বাল্যবিবাহ একটি বড় বাধা। তাই দুয়ারে সরকার শিবিরে এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে সকলের। বর-কনের ভূমিকায় থাকা এই ক্ষুদে প্রতীকরা যেন এক নতুন বার্তা দেয়; 'বাল্যবিবাহ রুখে দাও, স্বপ্নের পথ তৈরি করো'।

জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লক প্রশাসনের দপ্তরে আনুষ্ঠানিক ভাবে উদযাপিত হল জাতীয় ভোটার দিবস। ভোটারদের সচেতন করতে এদিন প্রশাসনের তরফে তরজা, পুতুল নাচ সহ একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এমনকি এই অনুষ্ঠান থেকে নতুন ভোটারদেরকে সংবর্ধিতও করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অনীশ দাশগুপ্ত, জেলা যুব আধিকারিক বিশ্বজিৎ বসু, ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৮৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮০২। এরমধ্যে ৪৩ লক্ষ পুরুষ ভোটার এবং ৪২ লক্ষ মহিলা ভোটার রয়েছে। মোট ৩৩৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটারও রয়েছেন।

বাংলায় স্নাতক, চাষে নজির বাঁকুড়ার জীবনকৃষ্ণর

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

কুল না আপেল বোঝাই দায়। আর স্বাদের তো তুলনা হয় না। এমনই আপেল কুল চাষ করে স্বনির্ভরতার পথে ওন্দার গোগড়া গ্রামের জীবনকৃষ্ণ পাল। এই মুহূর্তে বহু পরিচিত 'নারকেল কুল'কে পিছনে ফেলে বাজার দাপাচ্ছে জীবনকৃষ্ণের আপেল কুল। দাম যেমন বেশি, তেমনই চাহিদাও।

প্রান্তিক কৃষি পরিবারে জন্ম গোগড়া গ্রামের জীবনকৃষ্ণ পালের। ১৯৯৮ সালে মাধ্যমিক পাশ, তখন থেকেই লেগে পড়েন পারিবারিক জমিতে চাষের কাজে। চাষ আর পড়াশোনা সমান্তরালভাবে চালিয়ে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর, আর তারই ফাঁকেই খোঁজ পান এই আপেল কুলের। সুদূর নদিয়া থেকে এই আপেল কুলের সাড়ে চারশো চারা এনে নিজেদের আড়াই বিঘা জমিতে বসান। আর ফিরে তাকাতে হয়নি। গাছ লাগানোর পরের বছর থেকেই লাভের অঙ্ক ঘরে ঢুকতে থাকে। এখন বছরে কয়েক লক্ষ টাকা রোজগার এই আপেল কুল থেকেই। এর পাশাপাশি পেয়ারা, ড্রাগন, লেবু, কাঁঠাল সহ অন্যান্য মরশুমি ফলের গাছ তো আছেই।

কুলচাষি জীবনকৃষ্ণ পাল বলেন,' এই কুল চাষে খরচ কম, লাভ বেশি। এক ভাগ্নের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নদিয়া থেকে কুলের চারা নিয়ে আসি। বর্তমানে প্রতিটি গাছ থেকে ৩০ থেকে ৩৫ কেজি ফলন পাচ্ছি এবং বর্তমানে এই আপেল কুলের পাইকারি বাজার মূল্য ৬৫ টাকা প্রতি কেজি।' ফলে ধানের তুলনায় এই কুল চাষে লাভ অনেক বেশি বলেই তিনি জানান। প্রতিবেশী প্রশান্ত নন্দী বলেন, এখন কুল সহ অন্যান্য বিকল্প চাষে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। রাজ্যের উদ্যান পালন দপ্তর থেকে ব্লক কৃষি বিভাগ প্রত্যেকের যথেষ্ট সহযোগিতা মেলে। সঙ্গে এই চাষে ঝুঁকিও যথেষ্ট কম। সেকারণেই এই ধরণের বিকল্প চাষের দিকে চাষিদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া দরকার।

বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বরূপা সেনগুপ্ত বলেন, খুব কম জলে এই কুল চাষ করা সম্ভব, সঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক চাষ তো বটেই। এই চাষে চাষিদের আগ্রহী করে তুলতে সরকারি ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি বীজ, কীটনাশক সহ অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। ফলে এখন তাঁরাও এই বিকল্প চাষে আগ্রহী হচ্ছেন বলে তিনি জানান।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের ‘তিলক’

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সের পর চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়াম। আরও একটি ম্যাচ জিতল ভারত। আরও এক বার দাপট দেখালেন ভারতের স্পিনারেরা। তবে চেন্নাইয়ে জিততে লড়াই করতে হল ভারতের ব্যাটারদের। ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেললেন তিলক বর্মা। চেন্নাইয়ের ঘূর্ণি উইকেটে ভারতকে গতি দিয়ে চাপে ফেলে দিয়েছিল ইংল্যান্ড। পাশাপাশি ছিল আদিল রশিদের ঘূর্ণি। সেই সব সামলালেন তিলক। চার বল বাকি থাকতে দলের কপালে জয়ের ‘তিলক’ এঁকে দিলেন তিনি। টান টান ম্যাচ জিতে সিরিজে ২-০ এগিয়ে গেল ভারত।

প্রথম টি-টোয়েন্টির মতো দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও শুরুতে ইংল্যান্ডকে ধাক্কা দেন অর্শদীপ সিংহ। প্রথম ওভারেই ফিল সল্টের উইকেট নেন তিনি। সল্টের দুর্বলতা ধরে ফেলেছেন অর্শদীপ। বাউন্সারের বিরুদ্ধে শুরুতে খেলতে সমস্যা হয় সল্টের। চেন্নাইয়েও সেটাই দেখা গেল। ৪ রান করে পুল মারতে গিয়ে উইকেট দিয়ে এলেন সল্ট। ৩ রানে ফিরলেন অপর ওপেনার বেন ডাকেটও।

আরও এক বার নিজের জাত চেনালেন জস বাটলার। ইংল্যান্ডের অধিনায়ককে দেখে মনে হয়, অন্য পিচে খেলছেন তিনি। যেখানে বাকিরা ব্যাটে-বলে করতে সমস্যায় পড়ছিলেন, সেখানে বাটলার সহদেই বড় শট খেলছিলেন। শুরুর ধাক্কা

সামলে ইংল্যান্ডের ভিত গড়ে দেন বাটলার। উইকেট পড়লেও দলের রান তোলার গতি কমেনি। সেই কারণে ১৬৫ রান তুলতে পারে ইংল্যান্ড। ৪৫ রানের মাথায় অক্ষর পটেলের বলে বড় শট মারতে গিয়ে ফেরেন বাটলার। তিনি আউট হওয়ায় বড় ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড।

দিন দিন আরও পরিণত হচ্ছেন তিলক বর্মা। দক্ষিণ আফ্রিকায় জোড়া শতরান করেছিলেন। চেন্নাইয়ে দেখালেন, কী ভাবে একার কাঁধে দলকে জেতাতে হয়। শুরুতে ইংরেজ পেসারদের গতি ব্যবহার করে একের পর এক বড় শট খেললেন। ৩৬০ ডিগ্রি শট খেললেন তিনি। আবার যখন মাঝের ওভারে পর পর উইকেট পড়ছে তখন ধরে খেললেন। সুন্দরকে হাত খুলতে দিলেন। সুন্দর ও অক্ষর আউট হওয়ার পর পুরো চাপটাই ছিল তিলকের কাঁধে। চাপের মধ্যে কী ভাবে ঠান্ডা মাথায় খেলা যায় দেখালেন তিনি। সিঙ্গল নেওয়ার কোনও সুযোগ তিলকের ছিল না। দায়িত্ব নিয়ে খেললেন তিলক। চার বল বাকি থাকতে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন তিনি। ৫৫ বলে ৭২ রানে অপরাজিত থাকলেন তিনি।

বঙ্গ ক্রিকেটের মেডিকেলে বিপ্লব ঘটাচ্ছেন প্রদীপ দে

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলা মনোরঞ্জনের জন্যই হয়। কিন্তু তাতেও থেকে যায় জীবনের ঝুঁকি। বঙ্গ ক্রিকেটারদের অন্তত নিশ্চিন্তে খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রদীপ কুমার দে। ২০১৯ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন অসিত চ্যাটার্জি। এরপর সিএবির মেডিকেল কমিটির ব্যাটন তুলে নেন প্রদীপ দে। শুরু হয় তাঁর মেডিকেল ব্যবস্থার মান্ধাতা আমলের খোলনলচে পাল্টানোর কাজ শুরু করেন। সিএবির মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে আমূল বদলে দেন সবকিছু। খেলোয়াড়দের সুস্থতার কথা ভেবে ঢেলে সাজান মেডিকেল ব্যবস্থা। এরজন্যই সকলের অপরিহার্য হয়ে উঠেছেন প্রদীপ কুমার দে। সদ্য ভারত-ইংল্যান্ড টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ হয়ে গেল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। ম্যাচের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমই ছিল তঁর। তবু প্রচারবিমুখ থেকেছেন বরাবর। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা তো বটেই, প্রশংসা করে গেছেন স্বয়ং ভারতের টি২০ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদও জানিয়ে গেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বঙ্গ ক্রিকেট এমনকি জেলাস্তরেও প্রতিটা ক্রিকেটারের জন্য চলে নজরদারি। খেলায় অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা যেমন করেছেন, তেমনই ডাক্তারের ব্যবস্থাও রেখেছেন ম্যাচে। এমনকি জেলাস্তরেও ক্রিকেটারদের জরুরী ও আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন মেডিকেল কিটও। তাই টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচ হোক, আইপিএল হোক বা ঘরোয়া ক্রিকেট সবকিছুই নিজের ক্যারিশ্মায় সামলেছেন প্রদীপ কুমার দে। ক্রিকেটারদের যে নিশ্চয়তা দেন তিনিই। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অভিষেক ডালমিয়া সকলেরই আস্থাভাজন কর্তা এখন তিনিই। সকলেই তাঁর কাজের দরাজ সার্টিফিকেট দেন। ঠিক সে’কারণেই ট্যুর ও ফিক্সচার সহএকাধিক কমিটির

চেয়ারম্যান বদল হলেও, মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতি ছয় বছর ধরে আস্থা দেখিয়েছেন সকলেই। প্রদীপ কুমার দে’র এই কাজে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় করোনার সময়। নিঃশব্দেই সবাইকে অভয় দিয়ে সচল রাখার দায়িত্বটা নিজের কাঁধে তুলে নেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সে’সময় মাঠকর্মীদেরও পাশে থেকেছেন একেবারে ‘দাদা’র মতোই। চিকিৎসা করানোর দায়িত্বের পাশাপাশি লকডাউনের সময় তাদের খাবারের জোগান দেওয়ার গুরুদায়িত্ব তুলে নেন নিজেই। ক্রিকেটাররাও সে’সময় ভীত ছিলেন। নিজের উদ্যোগে বঙ্গ ক্রিকেটারদের জন্য বীমা থেকে আম্পায়ার, মাঠকর্মী থেকে সিএবি কর্তাদের পর্যন্ত সেই বীমার আওতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন তিনিই। সে’সময় ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি২০ সিরিজে অল্প দর্শকের অনুমতি মিললেও, প্রেসবক্সে ও আপার টিয়ারে সবার জন্য দর্শকাসনে নিজে রেখে আসেন স্যানিটাইজার, মাস্ক। সেই চ্যালেঞ্জ জেতার পর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। রমন লাম্বার মতো প্রতিভাবানকে একসময় ক্রিকেট মাঠে হারাতে হয়েছিল। সে ঘটনা যাতে না ঘটে তারজন্য রাতদিন এক করে মাঠে থাকতে ভালবাসেন তিনি। গড়ের মাঠ তো বটেই, রঞ্জি হলে কল্যাণী থেকে যাদবপুর, এমনকি জেলার খেলাতেও নিজে চলে যান। অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থাও নিজে তদারকি করেন। বাংলা ক্রিকেটের নবজাগরণের কারিগর তিনিই। এখন শ্রাচী গ্রুপের মেডিকেলের অন্যতম পরামর্শদাতাও। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি থেকে শাহরুখ খান, সূর্যকুমারদের ‘প্রিয়’ প্রদীপ কুমার দে নিজেকে জাহির করে নয়, নিষ্ঠার সঙ্গেই দায়িত্বটুকু পালন করে যেতে চান, একেবারে নিঃশব্দেই

বার বার খালি হাতে ফেরা কিজরে অবশেষে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৯ বছর ৩৪৩ দিন। প্রায় ৩০ বছর সময় লেগে গেল তাঁর প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিততে। বার বার কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনালে শেষ হয়েছে দৌড়ে। এক বার ফাইনালেও হেরেছেন। তার পরেও হাল ছাড়েননি ম্যাডিসন কিজ। অবশেষে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন তিনি। সেরিনা উইলিয়ামসকে দেখে টেনিস শুরু করেছিলেন কিজ। সেরিনার পর আর এক আমেরিকান খেলোয়াড় হিসাবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন তিনি।

রড লেভার এরিনায় শনিবার স্থানীয় সময় তখন রাত ১০টা। সামনে এরিনা সাবালেঙ্কা। গত দু’বার এই কোর্ট শাসন করেছেন তিনি। বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকার সামনে কিজরে জয়ের আশা করেছিলেন কতিপয় সমর্থকই। তাঁরা কিজরে দল। অর্থাৎ, তাঁর স্বামী তথা কোচ, ফিজিয়ো ও দলের বাকিরা। সঙ্গে আমেরিকা থেকে আসা কয়েক জন সমর্থক। বাকি গোটা গ্যালারি সাবালেঙ্কার দিকে। সেই গ্যালারিকেই প্রথম সেটে চুপ করিয়ে দিলেন কিজ। তাঁর পাওয়ার টেনিসের কাছে হার মানতে হল সাবালেঙ্কাকেও। সেই সাবালেঙ্কা, যাঁকে আধুনিক টেনিসে অন্যতম পাওয়ার হিটার বলা হয়।

দ্বিতীয় সেটে আবার চিৎকার ফিরল রড লেভার এরিনাতে। সেই সেটে কিজকে উড়িয়ে দেন সাবালেঙ্কা। দেখে মনে হচ্ছিল, ছন্দ ফিরে পেয়েছেন বেলারুসের খেলোয়াড়। এক বার তিনি ছন্দ পেয়ে গেলে তাঁকে হারানো কঠিন।

সেই কঠিন কাজটাই করলেন কিজ। তৃতীয় সেট ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল টাইব্রেকারের দিকে। কিন্তু ১২তম গেমে কিজরে একের পর এক নিখুঁত রিটার্ন চাপে ফেলল সাবালেঙ্কাকে। চাপে ভুল করলেন তিনি। যেমনটা করেছিলেন প্রথম সেটে। সেই ভুল কাজে লাগিয়ে জিতলেন কিজ। তাঁর ফোরহ্যান্ড লাইনের ভিতর পড়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই ছুটে গেলেন কিজ। ছুটলেন তাঁর দলের দিকে।

রড লেভার এরিনায় তখন দুটো আলাদা দৃশ্য। এক দিকে স্বামী বিয়র্ন ফ্র্যাটানগেলোকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন কিজ। তাঁদের জড়িয়ে দলের বাকিরা। অন্য দিকে তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে বসে সাবালেঙ্কা। তোয়ালের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, সাবালেঙ্কাও কাঁদছেন। তিনি হয়তো সকলের সামনে তা দেখাতে চাইছেন না। কিছু ক্ষণ পরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে যান সাবালেঙ্কা। যখন ফেরেন, তখন তিনি স্বাভাবিক। কথা বলতে গিয়েও মজা করলেন। কিন্তু কিজরে আবেগ বার বার ধরা পড়ল। ধরা পড়বে না কেন, যে পরিস্থিতি থেকে তিনি ফিরে এসেছেন তা এক কথায় অভাবনীয়। এক সময় ভেবেছিলেন, কেরিয়ারে আর গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা হবে না। কিন্তু তাঁর দল তাঁর উপর ভরসা রেখেছিল। সেই ভরসার দাম দিয়েছেন কিজ।

আমেরিকার রক আইল্যান্ডে জন্মানো কিজরে পরিবারের কারও টেনিসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তিনিও টেনিসের প্রেমে পড়েছিলেন অন্য কারণে। কিজরে যখন চার বছর বয়স তখন উইম্বলডনে সেরিনার খেলা দেখেছিলেন তিনি। সেরিনার পোশাক তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। বাবাকে বলেছিলেন, ওই রকম একটা পোশাক তাঁর চাই। বাবা মজা করে বলেছিলেন, তিনি টেনিস খেললে ওই রকম পোশাক কিনে দেবেন। সে কথা শুনেই তাঁর টেনিস শুরু। তবে পরবর্তী কালে উইলিয়ামস বোনদের খেলা দেখে শিখেছেন কিজ। কেরিয়ারে কোনও দিন সেরিনাকে তিনি হারাতে পারেননি। তবে ভিনাসকে তিন বার হারিয়েছেন কিজ।

১০ বছর বয়সে আরও ভাল ভাবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মায়ের সঙ্গে ফ্লরিডায় যান কিজ। সেখানে এভার্ট টেনিস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হন। জুনিয়র স্তরে ভাল খেলায় মাত্র ১৫ বছরে পেশাদার সার্কিটে পা দেন কিজ। তাঁকে আমেরিকার অন্যতম সেরা প্রতিভা ধরা হত। কিন্তু পেশাদার সার্কিটে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন কিজ। তিনি এর আগে এক বারই কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠেছিলেন। ২০১৭ সালে ইউএস ওপেনের ফাইনালে স্লোয়ানে স্টিফেন্সের কাছে স্ট্রেট সেটে হারেন কিজ। গোটা ম্যাচে মাত্র তিনটি গেম জিতেছিলেন তিনি। ফাইনালে দ্বিতীয় সেটে একটিও গেম জেতেননি। খেলা শেষে বিদ্রুপের মুখে পড়তে হয়েছিল কিজকে। অনেকে টেনিসের সবচেয়ে খারাপ ফাইনালিস্টের আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁকে। দু’বার করে ইউএস ওপেন ও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনাল খেলেছেন কিজ। এক বার খেলেছেন ফরাসি ওপেনের সেমিফাইনাল। কিন্তু সেখানেই দৌড় শেষ হয়ে গিয়েছে। অবশেষে হাসি ফুটল কিজরে মুখে।

বার বার চোট তাঁকে সমস্যায় ফেলেছে। পিছিয়ে পড়েছেন। ২০২১ সালে ক্রমতালিকায় প্রথম ৫০-এর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হাল ছাড়েননি। চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেই কথাই বললেন তিনি। কিজ বললেন, তআমি বার বার চোটের কারণে পিছিয়ে গিয়েছি। এক সময় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার দল আমার উপর ভরসা রেখেছিল। আমার স্বামী ও কোচ আমাকে ভরসা দিয়েছিল। ওদের জন্যই এই ট্রফি জিততে পেরেছি। এই পরিস্থিতিতে আবেগ ধরে রাখা কঠিন। আমি কিন্তু এ বার কেঁদে ফেলব।দ কিজ যখন এই কথাগুলি বলছেন, তখন তাঁর দলের প্রত্যেকের চোখে জল। স্বামী বিয়র্নের চোখ ছলছল করছে।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

দিল্লি ভোটে এ বার শাহের ‘প্রতিশ্রুতি’-র লম্বা তালিকা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি: ভোটে জিতলে যমুনা নদী পরিষ্কার হবে তিন বছরের মধ্যে। এবার দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন প্রতিশ্রুতির কথা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুধু তা-ই নয়, দিল্লির চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্যও বিমার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। এ ছাড়া, বিজেপির নতুন ইস্তাহারে রয়েছে বেআইনি কলোনির কথাও।

শনিবার বিজেপি তাদের ‘সংকল্পপত্র’ প্রকাশ করেছেন। এই নিয়ে দিল্লি নির্বাচনে তৃতীয় ইস্তাহার প্রকাশ করল বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠক করে শাহ নতুন ইস্তাহারের কথা জানান। বিজেপির নতুন ‘সংকল্পপত্রে’ রয়েছে বেআইনি কলোনির কথা। শাহ বলেন, ‘বিজেপি যদি ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে, তবে ১৭০০ বেআইনি কলোনিকে আইনি স্বীকৃতি দেবে।’ পাশাপাশি, দিল্লির চুক্তিভিত্তিক

কর্মীদের জন্য ‘ওয়েলফেয়ার বোর্ড’ গঠন করা হবে। তাঁদের জন্য ১০ লক্ষ টাকার বিমার ব্যবস্থাও করা হবে। তিন বছরে পরিষ্কার হবে যমুনা। দিল্লিতেও চালু হবে কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ প্রকল্প।

দিল্লির বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গের আদলে ‘লক্ষ্মীর ভান্ডার’ নিয়ে লড়াইয়ে আপ এবং কংগ্রেসের সঙ্গে শামিল হয়েছে বিজেপিও। নির্বাচনী ইস্তাহারে বিজেপি আগেই জানিয়েছিল, দিল্লিতে ক্ষমতায় এলে তারা ‘মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা’ চালু করে প্রতি মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা সাম্মানিক দেবে। পাশাপাশি, ৫০০ টাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে। রয়েছে দোল এবং দীপাবলিতে বিনামূল্যে একটি করে সিলিন্ডার দেওয়ার অঙ্গীকারও।

এ বার বিজেপির প্রতিশ্রুতির তালিকা আরও দীর্ঘ হল। নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করার সময় শনিবার শাহ নিশানা করেন কেজরিওয়ালকে। তাঁকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘আপ ক্ষমতায় এসে প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ। আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে কেজরিওয়ালের মতো মিথ্যাবাদী আর দেখিনি।’

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের চার দিকে বসছে নজরদারি টাওয়ার

পুরী, ২৫ জানুয়ারি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তার কথা ভেবে এ বার মন্দিরের চার দিকে নজরদারি টাওয়ার বসানোর কথা ভাবছে সে রাজ্যের সরকার। বৃহস্পতিবার ওডিশার আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন জানিয়েছেন, শীঘ্রই ওই ওয়াচটাওয়ারগুলি বসানো হবে। সেখানে মোতায়েন করা হবে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের।

পৃথ্বীরাজ জানিয়েছেন, ওয়াচটাওয়ারগুলি থেকে জগন্নাথ মন্দির চত্বরের মধ্যে ওড়া কোনও ড্রোন কিংবা উড়ন্ত যে কোনও বস্তুর উপর কড়া নজরদারি জারি রাখা হবে। সম্প্রতি এমন একটি ঘটনার পরেই মন্দিরের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আইনমন্ত্রীর কথায়, ‘মন্দিরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা রাজ্য সরকারের কর্তব্য। এ ছাড়া, মন্দির চত্বরে ড্রোন ওড়ানো নিয়ে পুলিশেরও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া

উচিত।’

ঝুঁকির বিবেচনা করে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বরাবরই নিশ্ছিদ্র। তবে সম্প্রতি নানা ঘটনার পর সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকেই আরও কড়া করতে চাইছে সরকার। প্রস্তাবিত নিরাপত্তা পরিকল্পনার মধ্যে নতুন ওয়াচটাওয়ার বসানো ছাড়াও রয়েছে টাওয়ারগুলিতে ২৪ ঘণ্টার জন্য বিশেষ দল মোতায়েন করা, যাঁদের কাছে থাকবে অত্যাধুনিক নজরদারি সরঞ্জাম। ওয়াচটাওয়ারগুলির অবস্থান এমন ভাবে নির্বাচন করা হবে, যাতে মন্দিরপ্রাঙ্গণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। নতুন নিরাপত্তা প্রোটোকলগুলি কার্যকর করতে মন্দির কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সক্রিয় থাকবে স্থানীয় পুলিশও। ওয়াচটাওয়ারের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মীদের নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এ নিয়ে সম্প্রতি মন্দিরের নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠকও করেছেন পুরীর পুলিশ সুপার বিনীত আগরওয়াল। মন্দির চত্বরে উড়ন্ত ড্রোন শনাক্ত করে কী ভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা হয়েছে সেই বৈঠকে।প্রসঙ্গত, জগন্নাথ মন্দির চত্বরে ড্রোন ওড়ানো নিষিদ্ধ। তবুও চলতি বছরের গোড়াতেই ভোরবেলা পুরীর মন্দিরের উপর প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে একটি রহস্যময় ড্রোন ওড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে! কিন্তু কী ভাবে সেটি মন্দির চত্বরে এল, ড্রোন ওড়ানোর নেপথ্যে কে বা কারা জড়িত, তা জানা যায়নি। পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী দল তৈরি করে শুরু হয় তদন্ত। ওই ঘটনার পরেই মন্দিরের নিরাপত্তা নিয়ে পদক্ষেপ করল সরকার।

e-Tender Notice
NIT No. 44/24-25, dt. 24/01/2025 Constn. Of various Schemes in different places of Chapra Panchayat Samity (Total 3 nos), Total Amount Rs. 15,40,683.00/- Last date of documents Downloading & bid sub. 31/01/2025 upto 11-00 a.m. (Other details collect from the office and website **https://wbtenders.gov.in**)
Sd/- E.O.
Chapra Pan Samity, Nadia

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/031(e)/2024-25 Date- 08-01-2025. 1. Repairing & Renovation Works at Outside of Mahamaya Sishu-O-Martimangol Kendra hospital Building in Ward No-09. **The bid Submission Closing date is hereby extended up to 01-02-2025 in place of 24-01-2025.** Date Corrigendum published. **For Details : - wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে যুক্ত হলেন আরও এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুশ দেশাই

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি: নয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্যাবিনেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের ভিড়। কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেল, জয় ভট্টাচার্যের পর এবার ট্রাম্পের টিমে যুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুশ দেশাই। প্রেসিডেন্টের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হলেন আমেরিকার প্রাক্তন এই সাংবাদিক। হোয়াইট হাইসের তরফে সম্প্রতি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে এই তথ্য।

গত শুক্রবার ট্রাম্পের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত কুশ দেশাইকে। এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন কুশ নিজেও। প্রাক্তন সাংবাদিক কুশ এর আগে রিপাবলিকান ন্যাশনাল কোনভেনশনের ডেপুটি কমিউনিকেশন ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। রাজনীতির ময়দানে জনসংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে কুশের। একটা সময় রিপাবলিকান পার্টির ন্যাশনাল কমিটির রিসার্চ অ্যানালিস্ট হিসেবে যোগ দেন। ট্রাম্পের দলে পেনসিলভেনিয়া কমিউনিকেশন ডিরেক্টর পদও সামলেছেন কুশ।

আমেরিকার বাসিন্দা হলেও ভারতের গুজরাতের সঙ্গে যোগ রয়েছে কুশ দেশাইয়ের। ইংরেজির পাশাপাশি গুজরাটি ভাষাতেও সাবলীল তিনি। আমেরিকার

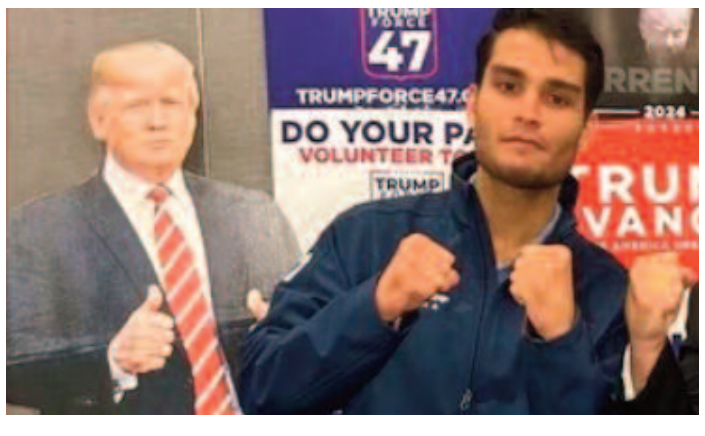

ডার্থ মাউথ কলেজ থেকে কলা বিভাগে স্নাতক তিনি।

পাশাপাশি জেমস ও ফ্রিডম্যান প্রেসিডেন্সিয়াল রিসার্চ স্কলারশিপে সম্মানিত। মার্কিন নির্বাচনে ৭টি সুইং স্টেটেই বিপুল জয় পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জয়ের পিছনে অন্যতম কারিগর হিসেবে মনে করা হয় কুশকে। মনে করা হচ্ছে, এরই পুরস্কার স্বরূপ ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হল তাঁকে।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে আসার পর ট্রাম্প ২.০ ক্যাবিনেটে দেখা যাচ্ছে একের পর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের ভিড়। এর আগে এফবিআইয়ের ডিরেক্টরের বসানো হয়েছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেলকে। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অফ হেলথ-এর ডিরেক্টর পদ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডঃ জয় ভট্টাচার্যকে। এছাড়া টিম ট্রাম্পে রয়েছেন আরও ২ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাঁরা হলেন রিকি গিল ও সৌরভ শর্মা। রিকিকে জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক বিভাগের সিনিয়র ডিরেক্টর করেছেন ট্রাম্প এবং সৌরভ শর্মাকে পার্সোনেল অফিসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপ্রবাহ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুশো বছরে সেরা গবেষণা ‘আশার ছলনে ভুলি’

স্বপনকুমার মণ্ডল

উনিশ শতকেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রনাথ বসুর ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত’(১৩০০) প্রকাশের পরেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরের বছরেই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বিশ শতকেও বইটির জনপ্রিয়তা অব্যাবত থাকে।

১৯২০-তে নগেন্দ্রনাথ সোমের বহুল তথ্যসমৃদ্ধ মধুসূদনের জীবনী ‘মধুস্মৃতি’ প্রকাশের পরও তার সমাদর লক্ষণীয় । আবার প্রমথনাথ বিশী মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনভাষ্য রচনা করেন তাঁর ‘মাইকেল মদুসূদন’(১৯৪১)। বইটির ভূমিকায় লেখক তথ্যের ক্ষেত্রে প্রথমদুটি মধুসূদন জীবনীর ঋণের সঙ্গে শশাঙ্কমোহন সেনের সুলিখিত ‘মধুসূদনের অন্তর্জীবন’ বইটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। বিশ শতকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য মধুসূদন জীবনী সুরেশচন্দ্র মৈত্রের ‘মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য’ (মাঘ ১৩৭৭)। তাছাড়া উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বহুমুখী প্রতিভাদীপ্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে চর্চার পরিসর ক্রমশ বহুধাবিস্তৃতি লাভ করে । আবার তাঁকে নিয়ে জীবনীও লেখা হয়েছে অসংখ্য । শুধু তাই নয়, সেই সব জীবনীর মধ্যে মাইকেলের জীবনের যথার্থ পরিচয়ের অভাববোধও নানাভাবে প্রকট হয়ে ছিল যেন কারও প্রতীক্ষায় তার অবসান ঘটবে। সুরেশচন্দ্র মৈত্র তাঁর মাইকেল-জীবনীর ভূমিকাতেও সেই তথ্যের অভাবের কথা তুলে ধরেছেন। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, ‘মধু-জীবনীর অনেক তথ্যই সন্দেহমুক্ত নয়।‘ অন্যদিকে সেই জীবনীগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টির আধারেই স্রষ্টার আলোকিত জীবন নানাভাবেই প্রকাশমুখর। অথচ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকায় স্রষ্টার পরিচয় আড়ালে থাকায় তার মূল্যায়নেও ফাঁক ও ফাঁকি থেকে যায় । সেদিক থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের আধারে তাঁর জীবনীর অভাববোধের আঁধারেই গোলাম মুরশিদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী গবেষণার আলো জ্বলে ওঠে। সেক্ষেত্রে মধুসূদনকে নিয়ে নতুন করে জীবনী লেখার ভাবনা কীভাবে তাঁকে প্রাণিত করেছিল, তা নিয়ে পাঠকের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক । সেকথাও তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন । ‘বইয়ের দেশ’-এর সাক্ষাৎকারে তিনি তার হদিশ দিয়েছেন । ১৯৮৬-তে শিবনারায়ণ রায়ের কাছেই সে বিষয়ে গবেষণার কথা জানতে পারেন । তখন উইলিয়াম রাদিচে তপন রায়চৌধুরীর কাছে মধুসূদনের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন বলে গোলাম মুরশিদ তাঁর সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন । অন্যদিকে শিবনারায়ণ রায় লণ্ডনে গোলাম মুরশিদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের সময় উইলিয়াম রাদিচের মধুসূদনের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার বিষয় জানিয়ে তাঁকে মধুসূদনের জীবনী নিয়ে গবেষণার পরামর্শ দেন । পরামর্শটি তাঁর মনে ধরে এবং অচিরেই তার তথ্যানুসন্ধান তিনি শুরু করেন। পরাধীন ভারতেই মধুসূদনের জীবন গড়ে ওঠে । সেখানে তাঁর জীবনের সঙ্গে লণ্ডন থেকে স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা, ফ্রান্সের ভার্সাই সর্বত্র সংযোগ ঘটে। গোলাম মুরশিদ তাঁর গবেষক অনুসন্ধিৎসায় ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে গিয়েই ‘মধুসূদনের বিবাহ এবং সন্তানদের’ নিয়ে একেবারে নতুন তথ্য (যা আগের জীবনীগুলিতে নেই) পেয়ে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এভাবে জাহাজের যাত্রী তালিকা থেকে অক্সফোর্ডের লাইব্রেরি, ফ্রান্সের ভার্সাই, এডিনবরা নানা জায়গা থেকে নতুন নতুন তথ্যের সহযোগে গোলাম মুরশিদের মাইকেল জীবনী লেখার প্রয়াস জারি থাকে । অন্যদিকে যশোর থেকে কলকাতা, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানেও মাইকেল জীবনকে নতুন করে খুঁজে ফিরেছেন তিনি। দীর্ঘ আট বছর ধরে চলার পর গবেষণাটি শেষ হয় ১৯৯৪-এ ।

‘দেশ’ পত্রিকায় গবেষণালব্ধ মাইকেলের জীবনীটি ‘আশার ছলনে ভুলি’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালেই গোলাম মুরশিদের নামডাক ছড়িয়ে পড়ে, সমালোচকমহলে তাঁর গবেষক প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটে। এতে শুধু গবেষকের তথ্যের গুণই ছিল না, সবচেয়ে জোরালো তাঁর লেখার সৌরভ। নতুন তথ্যের চমক অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। লেখার মধ্যেই তার আবেদন চিরন্তনতা লাভ করে। সেদিক থেকে গোলাম মুরশিদের মাইকেল মধুসূদনের জীবনীটি তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিনিষ্ঠই শুধু নয়, জীবনকে দেখানোর অভিনব প্রয়াসও বর্তমান । আগের মধুসূদনের জীবনীগুলির মধ্যে তথ্যের অভাবের চেয়ে তাঁর জীবনের পরিচয়টিই ছিল মেঘে ঢাকা তারা। রক্তমাংসের সজীবতায় তাঁকে খুঁজে পাওয়ার অভাববোধ সেখানে তীব্র হয়ে ওঠে। প্রমথনাথ বিশীই সর্বপ্রথম সেদিকে দৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন । সেখানে যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা ‘লোকপ্রিয়’ জীবনীটির মূল্যায়নে বিধর্মী মাইকেল মধূসূদন দত্তের সাফল্য-ব্যর্থতার একদেশদর্শিতার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ সোমের লেখা জীবনীতে তথ্যের প্রাচুর্যে এমনই যে তাতে দশটি জীবনী লেখা যায় বলে প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়ে হয়েছিল। সেদিক থেকে তাঁর ‘মাইকেল মধুসূদন’-এর লক্ষ্যটি তিনি ভূমিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন ‘এই গ্রন্থে মধুসূদন ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন---তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।‘ এজন্য মধুসূদনের আগের জীবনীগুলির মধ্যে প্রমথনাথ বিশীর লেখা জীবনীটিই গোলাম মুরশিদের ভালো লেগেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রমথনাথ মধুসূদনের পুরো জীবনীও লেখেননি। মধুসূদনের বাল্যকালকে বাদ রেখেছেন সেখানে। আবার নতুন কোনও তথ্যের মাধ্যমে নয়, আগের জীবনীগুলির তথ্যের মধ্যেই নতুন দৃষ্টিতে মধুসূদনের জীবনটি দেখিয়েছেন প্রমথনাথ। অন্যদিকে গোলাম মুরশিদ নতুন তথ্যের আলোকে মধুসূদনের জীবনকে অভিনব রূপে ও ভাবে প্রকাশ করেছেন । ফলের পরিচয়ে গাছের পরিচিতির গতানুগিতক ছকবন্দি চেতনা জীবনী লেখার ক্ষেত্রেও প্রচলিত । সেখানে গাছের গুণপনা ফলের প্রাচুর্য ও তার গুণের সৌরভে বিস্তার লাভ করে। শিল্পী-সাহিত্যিকের কেত্রেও সৃষ্টির পরিচয়ের আধারেই স্রষ্টার জীবনী লেখা হয়। তাতে জীবনীর বিশালত্বের অতিলৌকিকতা থেকে অলৌলিকতা বিস্তার করলেও স্রষ্টার রক্তমাংসের মানবিক জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, স্রষ্টার জীবনের আধারেই যে তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য, বৈচিত্র ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় আন্তরিক হয়ে ওঠে, তা অজানা থেকে যায় । গোলাম মুরশিদ সেক্ষেত্রে স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য একাত্মকে নিবিড় করে মধুসূদনের জীবনীটি লিখেছেন।

সেখানে ‘আশার ছলনে ভুলি’তে মধুসূদনের পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক রচনার সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগসূত্রকেই নিবিড় ভাবে তুলে ধরা হয়নি, পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যেও রক্তমাংসের মাইকেল মধুসূদনের একাত্মতার সংযোগকেও নিবিড় করে তোলা হয়েছে । শুধু তাই নয়, আগের জীবনীগুলির জনশ্রুতি বা অনুমান-নির্ভর তথ্য ও অতিরঞ্জিত বা কিংবদন্তীমূলক বিষয়গুলি গোলাম মুরশিদ যেমন সচেতনভাবে বর্জন করেছেন, তেমনই তথ্যানুসন্ধান করে অনালোকিত তথ্যের মাধ্যমে সত্যপ্রকাশের প্রতি সযত্ন প্রয়াসী হয়েছেন। সেখানে তাঁর নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টি, নিরাসক্ত প্রকৃতি ও নিরাবেগ তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাষা নির্মেদ গদ্যের চলনে সরসতার অভাববোধেও নির্ভার ও উপাদেয় হয়ে উঠেছে। সত্যই সবচেয়ে সুন্দরের নীতির প্রতিই গবেষকের অবিচল নিষ্ঠাই তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি মনে হয়। সেক্ষেত্রে তাঁর নিরন্তর গবেষণাই তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত ইংরেজিতে তুখড় ছিলেন, বা, অত্যধিক বনেদি ঘরে ও বিলাস-ব্যসনে মধুসূদনের শৈশব কেটেছে, এ সবের যে কোনও ভিত্তি নেই, তা গোলাম মুরশিদ গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে জীবনীটি লেখার ক্ষেত্রেও তাঁর স্বকীয় চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব সক্রিয় হয়েছিল । সেখানে পাশ্চাত্যে জীবনী লেখার হদিশে ‘প্রিন্সিপিয়া বায়োগ্রাফিয়া’ বইটির কথা গোলাম মুরশিদ তাঁর সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন । বইটির জীবনী লেখার রীতিনীতি তাঁকে অভিনব জীবনীটি লেখার দিশা দিয়েছে। আসলে পাশ্চাত্যে ব্যক্তির প্রাধান্যে জীবনকে দেখার প্রয়াস বর্তমান । সময়ের পালাবদলে সেখানে ব্যক্তির ভূমিকাই অধিক গুরুত্ব লাভ করে । ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আলোতেই তার বনেদি ভূমিকা বিস্তার লাভ করে । সমাজের বিবর্তনে বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে অথবা সময়ের চাহিদায় বা দাবির আলোকে ব্যক্তির বিস্তারকে তুলে ধরতে গিয়ে ব্যক্তিত্বের রক্তমাংসের সজীবতার যোগসূত্রটি যথাযথ ভাবে উঠে আসে না বা মূল্যায়ন করা সম্ভব হয় না । সেখানে গোলাম মুরশিদ পাশ্চাত্য রীতিতে মাইকেল মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে তাঁর জীবনীটি লিখেছেন । তাঁর সমকালীন ইতিহাস বা সৃষ্টিকর্মের বিস্তৃত পরিচয়ের চেয়ে তাঁকেই সমূলে ফুলেফলে দেখানোর প্রতিই গোলাম মুরশিদের লক্ষ্য স্থির হয়ে ছিল । এজন্য মধুসূদনের যাপিত জীবনকে তুলে ধরতে তাঁর জীবনের অজানা তথ্যাদিই শুধুমাত্র তাঁর কাছে প্রাধান্য লাভ করেনি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরণের সোপানে কীভাবে তাঁর সৃষ্টি-কর্ম ও আত্মিক যোগসূত্রের পরিচয় মূর্ত থেকে মূর্তি হয়ে উঠেছে, তা-ই সেক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে । এজন্য পাশ্চাত্য রীতিতে জীবনের আধারে জীবনী রচনায় মাইকেল মধুসূদনের জীবনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গাছের সঙ্গে ফলের যোগই প্রাধান্য দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ। মধুসূদনের মাদ্রাজের জীবন তখনও অধরা মাধুরী এবং এখনও। তাঁর দাম্পত্য জীবন ও বিচ্ছেদের কারণ অনুমাননির্ভরের বিষয় হয়ে ছিল । মাইকেল নিকট আত্মীয় বলতে কেউ তখন বেঁচে ছিলেন না । মাইকেল ও হেনরিয়েটার মৃত্যুর সময় তাঁদের তিনটি সন্তান অত্যন্ত ছোট ছিল। তুলনায় মাইকেল-রেবেকার সন্তান বড় থাকা সত্বেও মধুসূদনের কোনও জীবনীকার গোলাম মুরশিদের আগে যোগাযোগ করেননি। সেখানে জীবনীকারদের তথ্যের উৎস ছিল মধুসূদনের বন্ধুদের অনুমাননির্ভর ঘটনাপঞ্জি। সেই অজানা খনির পরশমণির অনেকটাই গোলাম মুরশিদ গবেষণা করে বের করেন নানা যোগসূত্রে । চার্চের কাগজপত্র থেকে মধুসূদনের পরিবারের পরিচয়, জাহাজের যাত্রী তালিকা থেকে তাঁর চলাফেরা, অক্সফোর্ডের একটি লাইব্রেরি থেকে বিশপস কলেজের নানাবিধ তথ্যই শুধু নয়, মাইকেলের পরীক্ষার খাতাও পেয়েছিলেন গোলাম মুরশিদ। সত্য যাচাইয়ে তাঁর ক্লান্তিহীন গবেষণা তাঁকে পবিত্র অসন্তোষে সক্রিয় করে রেখেছিল । প্রয়োজনে ছুটে বেরিয়েছেন লক্ষ্যভেদী অর্জুনের মতো । হেনরিয়েটা যে ফরাসি নন, মদুসূদনের ইংরেজ সহকর্মীর কন্যা, তা আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রান্সের ভার্সাইতে গিয়ে । মাদ্রাজের পত্রপত্রিকাও ছিল তাঁর আরও আরও একটি তথ্যের উৎস। অবশ্য তাঁর পক্ষে যে সব তথ্য জোগাড় করা সম্ভব হয়নি, তাও জানিয়েছেন অকপটে। মাইকেলের সঙ্গে রেবেকার সম্পর্ক কখন এবং কীভাবে ভেঙে গেল, তা জোড়া লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল কিনা, তা গোলাম মুরশিদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। পূর্ণতার আভিজাত্যবোধে অপূর্ণতার পরিচয় প্রকট হয়ে ওঠে । সেখানে মধুসূদনের আসল জীবনকে খুঁজতে গিয়ে গোলাম মুরশিদের অভিযান আজীবন জারি ছিল । মাইকেল জীবনী ‘আশার ছলনে ভুলি’র পরেও তাঁর গবেষণা থেমে থাকেনি, তাঁর নিরন্তর গবেষণার ফসল ইংরেজিতেও একাধিক বইয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে তাতে তাঁর মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণ জীবনী ‘আশার ছলনে ভুলি’র অবদান যে কোনও ভাবে ব্যাহত হয়নি, তা জীবনীটির ধারাবাহিক প্রকাশ থেকে তার বইয়ের সমাদরেই প্রতীয়মান । তার জনপ্রিয়াতাই আগেকার মধুসূদন জীবনীর নামগুলি পর্যন্ত আড়াল করে বিস্মৃত করে তুলেছে । অন্যদিকে মদুসূদনের ‘আশার ছলনে ভুলি’ই নামটি উচ্চারণের সঙ্গেই গোলাম মুরশিদের নামটি এসে জুড়ে যায় । সেখানে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার একাত্মতাই বনেদি আভিজাত্য লাভ করে । মাইকেলের জীবনীতে তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর স্বকীয় সৃষ্টির যোগসূত্রকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই গোলাম মুরশিদের অনন্যসাধারণ প্রয়াস বাংলায় জীবনী লেখার ধারাকেই মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে।

সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুশো বছর পূর্তিতে (১৮২৪-২০২৪) গোলাম মুরশিদের ‘আশার ছলনে ভুলি’ই যে তাঁকে নিয়ে সেরা গবেষণা উপহার, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্য

উত্তম বিশ্বাস

বাড়ির সদস্যদের তীর্যক মন্তব্য এবং তিক্ত বাক্যবাণে আমরা দুটিতে ক্রমাগত জর্জরিত হতে লাগলাম। শুধু বাবা চুপ করে থাকতেন। বুঝতে পারতাম, বাবা বনেদি পরিবারের আভিজাত্যের মোড়কে বন্দি। বাকি ভাইবোনেরাও এড়িয়ে চলতে লাগলো। হয়তো গুরুজনদের ভয়ে কিংবা তাঁদের চাপে সকলে আমাকে এড়িয়ে চলতো। কিন্তু সেই সময়, সেই চক্রব্যূহ্যে থেকে মা’কে বড্ড চোখে হারাচ্ছিলাম। হয়তো মা থাকলে আমায় আড়াল করতো, আগলে রাখতো, সবার সাথে লড়ে যেতো। আবার হয়তো...

মিঃ ব্যানার্জী এবার একটু থমকালেন। তারপর —

..... যেখানে জন্মের পরে প্রথম আলো দেখেছি, নানান রং চিনেছি, ভাইবোনেদের সাথে বাড়ির কোনায় কোনায় দৌড়ে বেড়িয়েছি, হৈচৈ-হুটোপুটি করেছি, সেই চেনা পরিবেশটাকে আজকে বধ্যভূমি মনে হতে লাগলো। সুতরাং সেখানে থাকাটা আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হলো না। দিন দশেক পর ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এলাম। পরের বছর সাফল্যের সাথেই ডাক্তারিটা পাস করলাম। ভাবলাম, বাবার খুব শখ ছিল আমি ডাক্তার হই। তাই আমার কৃতকার্য হওয়ার খবরটা বাবাকে জানিয়ে একটা প্রনাম করে আসি। এতদিনে নিশ্চয় রাগটা অনেকটা কমেও গেছে হয়তো। স্ত্রী কে রেখে আমি একাই গেলাম। কিন্তু...

(১০)

এবার ভদ্রলোক একটু থেমে গেলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে সেটাকে একটু মুছে নিলেন। আবার শুরু হল ওঁনার জার্নি ,

— না গেলেই বোধহয় ভাল হতো। গিয়ে জানলাম, বাবা নেই। ৬ মাস হয়েছে মারা গেছেন। না গেলে এটুকু সান্তনা অন্তত পেতাম যে বাবা বেঁচে আছেন। খুব রাগ হল জেঠতুতো, খুড়তুতো ভাইবোনেদের উপর। তোরা একটা খবর পর্যন্ত দিলি না। বাবার জন্য মনটা হুহু করে উঠল। জানতে পারলাম, স্বয়ং বাবা নাকি আমাকে খবর দিতে* মানা করেছিল। কথাটা শুনে প্রচণ্ড দুঃখ পেলাম। আমার উপর এত রাগ ছিলো বাবার! ঝাপসা চোখ আর ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে আসছিলাম। পথের মাঝে থমকে দাঁড়ালাম। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মোড়ের মাথায় বাড়ির বহুদিনের পুরানো কাজের লোক হরি কাকা দাঁড়িয়ে। আমার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিল। কারন সে আমাকে আসতে দেখেছিল। ও বাড়িতে আমার সাথে কথা বলায় সমস্যা আছে, তাই সে বাড়ি থেকে দূরে এইখানে দাঁড়িয়ে। সেই ছোট্ট থকে হরি কাকা আমাকে আদর করে ‘ছোটকাদ বলেই ডাকে। আমাকে দেখেই ছুটে এসে একপ্রকার জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তারপর

— ছোটকা, তুমি কোথায় ছিলে বাবা। মেজবাবু মারা যাবার আগেপরে তোমাকে অনেক খুঁজেছি বাবা। কোথাও পেলাম না। তুমি চলে যাবার পরপরই মেজবাবু অসুস্থ হয়ে পরে। শেষ সময় মেজবাবু তোমাকে অনেকবার দেখতে চেয়েছিল গো। কিন্তু কেউ তোমার খোঁজ পর্যন্ত করেনি। তোমাকে খোঁজার নাম করে সবাই তোমার বাবাকে মিথ্যে কথা বলত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমায় অনেক খুঁজেছি।

— কিন্তু ওরা যে বলল, স্বয়ং বাবাই নাকি মারা যাওয়ার আগে* আমাকে খবর দিতে মানা করেছে।

(ক্রমশ)